

তারিখ...

নং

ভক্তিতত্ত্ব দর্পণ

বা

ভক্তিতত্ত্ব-সার

4151

শ্রীতীর্থনাথ গোস্বামীর দ্বারা-

প্রণীত ও প্রকাশিত।

১ম ভাস্কর্য।

যদুগনি প্রেছত-

শ্রীনরনাথ গোস্বামীর দ্বারা ছপাইল।

মূল্য ৥০ আঠা আনা।

আল্লামে সাহিত্ত, সভা ।

আহুতনী ।

তারিখ... ~~১০১২৮~~ নং

ভক্তিতত্ত্ব দর্পণ ।

বা

ভক্তি তত্ত্ব সার ।

৫০২৪/ধঃ

২৮. ১২. ২২

—:~:—

শ্রীশ্রীধনর সত্র—

শ্রীতীর্থ নাথ গোস্বামীর দ্বাৰা

প্রণীত আৰু প্রকাশিত ।

১ম ভাগ ।

ইং ১৯২৭ সন ।

যোৰহাট, ধনবসন্তর যত্নমণি প্রেহত — শ্রীনাথ গোস্বামীর দ্বাৰা
ছাপা কৰা হ'ল ।

উৎসর্গ ।

শ্রীযুক্তা কনকেশ্বরী বাইটিব ।

তুমি, মই, আরু নুমলীয়া ভূনি—শ্রীমতি-
তিলকান্তি দেব্যা সহিতে একে মাতৃর
গর্ভর পৰা আমি তিনিও জন্ম পালো ।
সংসারব চক্রত পরি তোমালোকে স্ব স্ব
গৃহলৈ গতি করিলা । তুমি মোক সরুতে
যেনেদরে লালন-পালন করি খুঁরাই-ধুঁরাই
কোলাত লৈ একেটা ভাই বুলি-- মোব
কান্দোনেই তোমার কান্দোন, মোব হাঁহ-
নেই তোমার হাঁহোন, সুখত সুখী, দুখত
দুখী, রোগত রোগিণী হৈ যেনে স্নেহ
কবিছিলো, কোনো কোনো মাতৃর পৰাও
তেনে স্নেহ পুত্রে পোৰা টান । সেই
অকপট স্নেহ অত্যাধি অক্ষুণ্ণ ভাবে মোক
প্রতি রখাত মাতৃতুল্য স্নেহর বঞ্চিত
এতিয়ালৈকে নোহোঁরাত মই নিজেই

ভাগ্যবান বুলি বিশ্বাস করিলো । কিন্তু;
তোমার সেই স্নেহের ধার মই কোনো
দিনে শুজিব নোৱাৰো । তোমার স্নেহের
ভাই যে এই সংসার আছো তার চিন
স্বৰূপে “ভক্তিতত্ত্ব দৰ্পণ” পুথি খনি লিখি
তোমার পবিত্র নামত উৎসর্গ করিলো ।
॥ ইতি ॥

তোমার স্নেহের ভাই—

শ্রীতীর্থ নাথ গোস্বামী ।



পাতনি।

—o::o—

আজি কালি আমার হিন্দু ধর্মের শ্রীলোপহৈ আন
ধর্মই শ্রীলোপহৈ পাইছে। ইয়ার মূলহৈছে আমার শুদ্ধ
মহা পুরুষীয়া ধর্মের আচার্য্য সকলে শিষ্যক অকপট ভাবে
বেগেতে সার ভক্তির তত্ত্ব শ্রীনি বুজাই দিব নোখোজে
তেনে আবৃত করি থাকোতেই ক্রমশ লোপ পোরার দরে
হৈপরিছে। ভক্তির তত্ত্ব বোঝ বুজিবর নীমিত্তে এনে
এখনি গ্রন্থের অতি আবশ্যক ভাবি ভক্তি তত্ত্ব দর্পণ নামে
পুথি খনি সন্দেহ হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকলের মাজত আগ
বঝালো। মোর মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে এই পুথি খনি
ভাল কৈ কেই বার মান পাঠ করি ইয়ার সার কথা শ্রীনি
বুজি ললে নিশ্চয় ভক্তির অঙ্গুর হৃদয়ত মেলি একেরা নহয়
একেরা সজ্জ্ঞানর পোহর পাবই। এই পুথি খনি যেনে
ধরণত লিখিবর কথা আছিল বিদ্যা বুদ্ধি হীন আরু
সময়র নাটনিত পুরা মাত্রা নহল। এই তাক্ষরণত যদি
হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকলের আগ্রহ দেখা যায় তেহে দ্বিতীয়
তাক্ষরণত আরু লাগতীয়াল কথারে পবিণত করি সন্দেহ
বাইজর আগত সোধাম বুলি আশা করিলো। [ইতি।

শ্রীতীর্থ নাথ গোস্বামী।

ভক্তি তত্ত্ব দর্পণ

বা

ভক্তি তত্ত্ব সাধ ।



নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরকৈব নরোত্তমং ।

দেবী সবস্বতীকৈব ততো জয় মুদীরয়েং ॥

পরম ঈশ্বর ভগবন্ত ২৪ অবতার । তার ভিতরত
কোনো কোনোটি অংশ কোনো কোনোটি কলা ; কিন্তু
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, চারি অস্ত্র ধরি ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মোল
কলা পবি পূর্ণ হৈ অবতার হয় । যেতিয়া ধর্ম লোপ হৈ
অধর্মর প্রাকোপ বেচি হয় । তেতিয়াই সাধুক রক্ষা করি
দুষ্কর্ম নাশ করি ধর্ম সংস্থাপন করিবর অর্থে যুগে যুগে
অবতার হমবোলা ঈশ্বরর নিজ মুখব বাক্য ।

যেনে— যদা যদাহি গ্রানির্ভবাতি ভারত ।

অভুতান মধর্মস্য তদাত্মনাং সৃজাম্যহম ॥

পরিজানায় সাধুনাং বিনাশয়াচ দুষ্কৃতাম ।

ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

শ্রীকৃষ্ণ ভগবন্তে একাদশ কল্পত উদ্ধরক যি উপদেশ
দিছিল, নারায়ণ রূপে চতুরা ননত বিজ্ঞান প্রদান করিছিল

সেই ধৰ্ম্ম কলিত লুপ্ত হৈ বেদর নানা প্রলোভ পুষ্টিত
কলিকৃত মুগ্ধ হৈ মানুহে যেতিয়া নানা কৰ্ম্ম করি অধো
গতির বাত ধরিব তেতিয়া মই "শঙ্কর" নামে বটদ্রবা
প্রামত অবতার হৈ চারি যুগর সার, চারি শাস্ত্রর রস বিচার
করি চাই গীতা, ভাগবত, পুরাণ, সংহিতা, যামল ইত্যাদি
বেদ বেদান্তর তত্ত্ব উদ্ধার করি ৮০ বিধ ভক্তির ভিতরত
৯ বিধ, ৯ বিধর ভিতরত ৩ বিধ, তিনি বিধর ভিতরত
এবিধ সার করি শরণ ভজন ভক্তি প্রচার করি সকলো
ধৰ্ম্মর সার হরি গুণ কীর্তন ঠায়ে ঠায়ে প্রচার করিম
বোলা যমরজার আগত ইশ্বরর নিজ মুখর বাক্য । সেই
ধৰ্ম্মবে পৃথিবীত চাৰি ভাগে বিভক্ত হৈ চাৰি দিশত চারি
জন অবতার হয় । পশ্চিমত শ্রীচৈতন্য, উত্তরত হরিব্রহ্মস,
দক্ষিণত রামানন্দ এইতিনি জনে তিনি দিশত ধৰ্ম্ম প্রকাশ
করিব । মই স্বয়ং "শঙ্কর" নাম ধরি পূব দিশত ধৰ্ম্ম প্রচার
করিম । মোর লগত ১২ বৈষ্ণব, ১৪ পারিষদ, ১২
গোপাল, মালাকার, বেশাকাৰ পর্য্যন্ত অবতার হবগৈ ।
এই বাক্যকে সাম্বল করি দৈবকী হনয়ানন্দ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ
ভগবন্ত আহি ৩কুমুম ভূঞার ঘরত অবতার হোৱা
সম্বন্ধে ৩ বামচরণ ঠাকুর কৃত বর চবিত্রত লীখিছে ।

চরিত্রর পদ ।

কৃতাজলি করি

তহি তে আহয়

ভূতপতি ব্রিনয়ণ ।

তাহাক নম্রোধি, আনন্দিত মনে,
বুলিলা হরিবচন ॥

শুনা জটধর, কহিয়ে সত্বর,
কুসুমর আগে যাই।

তাহান গৃহত, হৈবো অরতার,
কহিলোহো সমুদাই ॥

এই আজ্ঞা করি, তহিতে তেখনে,
ভৈলা হরি অব্যকত।

ঈশ্বরব বাণী, শুনি চক্রে পাণী,
কহিলন্ত কুসুমত ॥

জগত আধার, হৈবে অর তার,
জানিবা তযু গৃহত।

রুদ্রব বচন, শুনি তেতিক্ষণে,
আনন্দ ভৈলা মনত ॥

লভিয়া চেতন, গুণে মনে মনে,
বোলন্ত বব লভিলো।

জানিলো মুস্বপ্ন, ফলিল আমাত,
যিগব পূর্বে দেখিলো ॥

ভার্য্যাক বোলন্ত, শুনিয়ো ঘরিণী,
কহিলন্ত মহেশ্বর।

আমার গৃহত, হৈব অরতার,
জানিলোহো গদাধর ॥

৩ কুম্ভম্ব ঘরত শ্রীশঙ্কর দেব ১৩৭১ শকত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই
 অরতার হয় । সন্তরাম দৈবজ্ঞই প্রাক্কাত নাম শ্রীশঙ্কর
 থর, গুপ্ত নাম গঙ্গাধর । এটানুক্রমে মহাপুরুষ, শ্রীশঙ্কর,
 গঙ্গাধর, ডেকাগিরী, অধিকাৰী, সন্ত, মহন্ত, আতা,
 গোমোস্তা, জগন্নাথ এই দশ নামপায় । ঈশ্বর পূর্ণারতার
 প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ শঙ্করকে স্বীকার কবি তেওঁর বাল্যলীলা,
 ঘটনা বোরত শ্রীকৃষ্ণর লীলারে নৈতে বিজ্ঞ হৈছে ।
 শঙ্করদেবে চিহ্ন যাত্রা নামে ভারনা করিবর উদ্যোগ
 করি কাঠ অনাই খোলর যোথ আরু কুমারব দ্বাৰা মাটির
 খোল গড়াই খোলর বাজনা সৃষ্টিকরিলে : চিহ্ন যাত্রার
 পট আকি তাত লক্ষ্মী, সবস্বতী, চৌধ পাবীষদ, সাত
 বৈকুণ্ঠদ সাত গোপাল স্থাপি, মুখা সাজি ভাররীয়া ক ভাও
 শিকাই সভা বরত চাৰিতা ভারড়িয়া ৯ টা মটা গায়ণ
 বায়ন বর ধেমালী ভক্ত সকলর সহ নিজে বাগ দি গীত
 গাই ৯ টা খোল একে লগে বজাইছিল । নিজে সূত্র
 ধার হৈ ভারনা পাতি সাত খন বৈকুণ্ঠ দেখাই দিলে ।
 শ্রীশঙ্কর গুরুব এনে মহত সাত বৈকুণ্ঠ স্বরূপ দেখি
 ৩ মহেন্দ্র কন্দলীয়ে শর নলৈছে । আন সকলকো কৈছে—

শুনা কর্ণ পুর চতুভূজ দুয়োজন ।

নরোত্তক বৃদ্ধ তুমি পণ্ডিত গহন ॥

উর্দ্ধ বাহু করি মই কবো অঙ্গীকার ।

শঙ্করত পরে গুরু নাহিকে আমাব ॥

শূদ্র বুলি যিটো পাপী করে তিবন্ধার ।

তাহার ব্রাহ্মণ জন্ম আছেক ধিকার ॥

মহেন্দ্র কন্দলীব এনে কথা শুনি বিদ্যাবত্ন, কবিরত্ন,
রাম রাম গুরু, চতুর্ভূজ এই সকল ব্রাহ্মণে দৃঢ়ভাৱে
শঙ্কৰত পৰণ লবলৈ দৃঢ় সংকল্প কৰি উপস্থিত হলত
শঙ্কৰে গোপী উদ্ধৱ সংবাদ পুথি থাপনা কৰি ব্রাহ্মণ
সকলক দণ্ডবত কৰাই শঙ্কৰে শরণ লগায়। আগেয়ে
এই দেশত অনার্য্য বংশীয় ৰাজ্য বিলাকৰ শাসন কালত
ধৰ্ম্মৰ ভাব তেনেই পৰিবৰ্ত্তন ঘটিছিল। বামানয় বা
তান্ত্ৰিক ধৰ্ম্মৰ প্রচাৰত মানুহে প্রকৃত ধৰ্ম্মপথ বিছাৰি
নেপাৰ দুৰ্দ্ধিপাকৰ হাত সাৰিবৰ নিমিত্তে বৃক্ষ শিলার
আশ্ৰয় লৈ আচাৰ নীতি ভ্ৰষ্ট দুৰ্দ্ধিৰাৰ দুৰাচাৰী হৈ মদ্য
মাংস সেৱা আৰু কটা ছিঙ্গা বলি বিধানত দেশমগ্ন হৈ
পৰিছিল। সেই বাবেই দুষ্টক দমন সন্তক পালনৰ নিমিত্তে
তেতিয়া ভগৱন্ত শ্ৰীশঙ্কৰ অৱতাব হয়।

শ্ৰীমদ্ভাগৱত শাস্ত্ৰ খানি নারদৰ উপদেশ অনুসারে
মহামুনি ঈশ্বৰাংশব্যাসৰ দ্বাৰা ৰচিত, ই বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ;
শুক মুনিৰ দ্বাৰা পৃথিৱীত প্রচাৰ। এই শাস্ত্ৰ খনি ঈশ্বৰৰ
দশ অৱতাৰৰ নৱম অৱতাৰ শ্ৰীক্ষেত্ৰৰ শ্ৰীশ্ৰীজগন্নাথ মহা
প্রভুৱে মোৰ অংশে জাত পূব দিশত শ্ৰীকৰ নামে এজন
মহাপুৰুষ আছে তেওঁক এই শাস্ত্ৰ শোধাই দিয়াগৈ
বোলাত জগদীশ মিশ্ৰে পূৰ্ণকৃষ্ণ ভগৱন্ত শ্ৰীশঙ্কৰে মানি

শ্রীমদ্ভাগবত নি শ্রীশঙ্কর দেবক অপ'না করে ।

বি শাস্ত্র-নিগম কল্পতরুর্গলিতং ফলং শুক মুখাদ যতদ্রব-

সংযুতম ।

পিবত--ভাগবতং রসমালায়ং মুহু রহু রাসিকা ভুবি-

ভাবুকাঃ ॥

ঘোষা--বৈকুণ্ঠব কল্পতরু ভাগবত শাস্ত্র ।

ইহার উত্তম ফল ইবি নাম মাত্র ॥

সেই শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত--আরু শ্রীমদ্ভাগবত গীতা
রুহং বিষ্ণু সহস্র নাম নকলো শাস্ত্র মন্ডন কবি বৃক্ষ শিলা
জড় পূজার মলনি শুক বুদ্ধ চিদানন্দ হরির নাম গুণ শ্রবন
কীর্তন পাঠ প্রসঙ্গর স্রোতত দেশ প্রাবিত করিলে ।

মাধব দেবর পিতৃর নাম "মহোদর" এওঁর নাম আরু
তিনতা আছিল । দীঘল পুরীয়া, গোবিন্দ, আরু বরকনা
গিরী । ১৪১১ শকত বরকনা গিবীর ঔরসে মনোহাবী
আইব গর্ভে শ্রীমন্ত মাধব দেবর জন্ম হয় । এই মাধব
দেবর বাল্য কালর নাম ভরানন্দ আছিল । শঙ্কর দেবর
লগত মাধব দেবে সাক্ষাত করাত ছুইরো বাদত নানা
শাস্ত্র উৎঘাটন নানা যুক্তি প্রদর্শন করি বহুত বাদ করিলে ।

পাছত--

যথা তরুশ্মূল নিষচনেন তুপ্যন্তিতং ক্ষুদ্র ভূজোপ শাখাঃ

প্রণা পহারাক্ষ যথেন্দ্রিয়ানাং, তথাচ শরীর্যচন মুচ্য

তেজ্যা ॥

শঙ্কর মূলত যেন দিলে আনি জল - ।
 হোরয় তুপিতি তাব পত্র পুষ্প ফল ॥
 জলে পাতে নিখে যদি মূলত নেদয় ।
 বদাচিতো ডালে পাতে তুপিতি নহয় ॥
 ক্ষুধাতুব নরে যদি অন্নক ভূঞ্জয় ।
 তুপিতি হোরয় ইন্দ্রিয় অতিশয় ॥
 ভোজন বিহনে পিঞ্চে বস্ত্র অলঙ্কার ।
 ইন্দ্রিয়র কিছু প্রীতি নহয় তাহার ॥
 কৃষ্ণক পূজিলে সমস্তরে পূজা হয় ।
 পৃথকে পূজিলে পূজা কেহু নলয় ॥

এই শ্লোকটি শুনা মাত্রকে শঙ্করর শুদ্ধ মত কেবল
 কৃষ্ণ দেবেরই উপান্য দেবতা ইয়াকে সার করি শঙ্করত
 শরন ললে । মাধব দেব ঘোর গোলাগী মেবি শান্ত
 আছিল । শঙ্কবে সেই দিনার পরা বড়াব পোমাধবক
 পায় শঙ্কর গুরু পূর্ণ হৈছে । শ্রীমদ্ভাগবতর সংস্ক গীতার
 শবণ, আরু সহস্র নামর হরিনাম এই সাব বস্তুরেই মহা
 পুরুষীয়া ধর্মর মূল উপাদান । পরমেশ্বরক উপাসনা
 করি সচিদানন্দ পরম ব্রহ্মক প্রাপ্তীয়েই এই পন্থর মুখ্য
 উদ্দেশ্য । গুরুর উপদেশ একমাত্র পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণত
 একান্ত শবণ, সাধু সঙ্গত অব্যভিচারি নিগুণা প্রেমভক্তিব
 সাধন, কৃষ্ণবর লীলা চরিত্র আরু নাম শরন কীর্তনকবাই
 পরম পুরুষার্থ ॥

আদি সত্য যুগে শুদ্ধ ধর্ম এক মাত্র হরি নাম আছিল
 দেবতা সকলর ভোগ নিমিলী অনাহার হোৱাত সকলো
 দেবতাই হরি নাম লুপ্ত করি নানা দেবতার নানা রকমর
 পূজার সৃষ্টি করিলে । সত্য যুগে ধ্যান, ত্রেতা
 যজ্ঞ, দ্বাপরত পূজা আছিল । "কলির ভয়ত ত্রাণ
 হৈ সকলো ধর্ম হরির নামত শরণ লৈ থাকিল । "কলির
 ভয়ত গৈয়া, নামত শরণ লৈয়া, রহিল সমস্ত ধর্ম চর ।"
 এতেকে কলিত নাম কীৰ্ত্তনৰ বাজে যজ্ঞ যাগ একো করিব
 নেলগে । সত্য যুগে ধ্যান, ত্রেতা যুগে যজ্ঞ দ্বাপর যুগত
 পূজা । কলিত হরির কীৰ্ত্তন বিনাই আরব নাহিকে তুচ্ছ ।

শঙ্করদেৱে কীৰ্ত্তন পাষণ্ড মৰ্দনর পদ, দশম নাট, গীত,
 গুণমালা, ইত্যাদি শাস্ত্র লোকর হিতার্থে ছুৰুহ তন্ন
 বিশ্লেষণ কৰি তৰ্ক যুক্তি পূৰ্ণ মধুর বাগ্মিতা দ্বাৰা সংশয়
 ছেদ কৰি লোকক নিজ ধৰ্ম্মলৈ আনি শ্রীভগৱৎ চরণ
 পদজত মতি রাখি হরি কথা শ্রৱন কীৰ্ত্তন কৰোৱাই
 জীৱনর উদ্দেশ্য । মাধৱ দেৱে গীতা ভাগৱত আৰু
 বেদান্ত সার নাম ঘোষা পদত ভাস্কি চৰি ছলরি, লেছাৰি
 ঘোষা চণ্ড, শরণ, ভজ্ঞন, কাকুতি, খেদ অমূল্যগ্রন্থ
 যি ঘোষা পাঠে আব্রাহ্মণ চাণ্ডালাদি সকলেও চিত্ত শুদ্ধি
 হৈ সকলো বেদান্তর উপনিষদাদি পাঠৰ ফল হাতে হাতে
 পায় ।

বিষ্ণু পুৰী সন্ন্যাসীৰ ভক্তির আত্মক রত্নাবলী গ্রন্থৰ

মূললীত পদ ভাস্কি ভক্ত সকলৰ কণ্ঠৰ মালা নামমালিকা,
গীত, ভটিমা, ভক্তি প্রদীপ, আদি শাস্ত্র রচনা করি হরি
ভক্তির বন নাম কীর্তনেৰে পৃথিবী ভেদিছিল । শঙ্করদেৱে
এটানুক্ৰমে কলিত অগংখাজীৰ তরনৰ শব্দ মহা পুরুষীয়া
মহাধৰ্ম্মৰ নাম কীর্তন শরন, ভজন, ভক্তি প্রচার কৰি
ধৰ্ম্মৰ উন্নতি আৰু বাহুল্য প্রচাৰৰ হেতু ভক্ত সকলৰ
ভিত্তরত ধৰ্ম্ম রাজ্যত সাত জন ধৰ্ম্ম ধারক আচাৰ্য্য
পাতিছিল । অনন্তর প্রিয় শিষ্য মাধৱক সগন্ত মহাধৰ্ম্মৰ
ভাৱ অৰ্পন কৰি ১৪৯০ শকৰ ভাদ্ৰ মাহত শুক্ল দ্বিতীয়া
দিনা বৈকুণ্ঠ গামী হয় । অন্ততঃ মাধৱ দেৱে শঙ্কৰৰ শুক্ল
ধৰ্ম্ম বাহুল্য ভাবে প্রচার কৰি আৰু বাহুল্যক আশা
কৰি শিষ্য সকলৰ ভিত্তরত প্রধান ১২ জনক ধৰ্ম্মৰ
অচাৰ্য্য পাতে । বৈকুণ্ঠ পয়ানৰ সময়ত প্রিয় শিষ্য
ভৱানী পুৰীয়া ৩ শ্ৰীগোপাল আতাক সগন্ত ধৰ্ম্মৰ
ভাৱ অৰ্পন কৰি ১০৭ বছৰ বয়সত ১৫১৮ শকত ভাদ্ৰ
মাসত কৃষ্ণ পঞ্চমীত বৈকুণ্ঠ গামী হয় ।

৩ কামেশ্বৰ ভুঞাৰ ঔৰষে বজ্জাদী আইৰ গৰ্ভত
১৪৬৩ শকত গোপাল আতাৰ জন্ম হয় । গোপাল
আতাই অনেক বাহুল্য ভাবে মহা পুরুষীয়া শুক্ল ধৰ্ম্ম
প্রচার কৰি আৰু বাহুল্য প্রচাৰৰ অৰ্থে ১২ জনক ধৰ্ম্মৰ
ভাৱ দি ৭০ বছৰ বয়সত ১৫৩৩ শকৰ বৈশাখ মাহৰ শুক্ল
চতুৰ্থীত বৈকুণ্ঠ গামী হয় । অৰু স্থাপিত ১২ জনাৰ

ভিত্তবত বর যদুগনি দেবক "বর আতা" নাম দি সকলোরে
অগ্রগনি পাতি যায়। যদুগনি দেব ১৪৭৫ শকত জন্ম হয়।

৩ শ্রীশ্রীশঙ্কর দেবর স্থাপিত প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য সকলর
সত্র। শ্রীহরিদেব মনেরি সত্র, শ্রীদামোদর দেবর পাট
বাউনী সত্র, শ্রীশ্রীগাধর দেবর সুন্দরী দিয়া, গনক কুছি,
বর পেটা, আরু ভেলা সত্র। নারায়ণ ঠাকুর জনিয়া
সত্র। হবি দেবর পবা আজ্ঞা পোরা জগন্নাথ দেব—
বৈনাকুছি সত্র, হবি চরণদেব জাগরা সত্র, কৃষ্ণ দেব
চামোরি, নারায়ণদেব পবেনা সত্র

দামোদর দেবর পবা—ভগবান দেব গোবিন্দ পুৰ
সত্র, ভট্টদেব পাট বাউনীত থাকে আরু বাস কুছি সত্র,
হয়। বলদেব বেহার সত্র, বল দেবর পাছত বনমালী
দেব, এট বন মালী দেবর পরা দক্ষিণপাট সত্র হয়।
সন্তদেব গরৈ মারি সত্র হয়।

শ্রী শ্রীগাধর দেবর স্থাপিত ১২ জন।

দামচরণ ঠাকুর সুন্দরী দিয়া সত্র। মথুরাদাস—বর
পেটা সত্র। বর ষিষ্ণু আতা, চমবিয়া সত্র, পরিয়া
আতৈত, হেরামদৈ সত্র। লক্ষ্মি কান্ত আতৈত, ধোপ
গুরি সত্র। লেচাকিয়া গোবিন্দ ষ্টেরা সত্র।
৮ ভরানী পুরীয়া গোপাল আতা ভরানী পুর, কালজার,
পারাতরাল, জোরাবদি, লোরাচুর সত্র স্থাপন কবে।
বংশী-গোপাল বা দেব-গোপাল—দেবেরা পার সত্র।

যছুমনি আধার, মাহবা, ঘাবমবা, পতিয়রী মত্র ।
 শ্রীহরি লাই আতি মত্র । পদ্মমাতা বা বহুলামাতা
 কমলাবাড়ী মত্র । শ্রীরাম আতাব মত্র নাই । হরিহর
 আতা মেজোতিয়া মত্র ।

ভরানী পুৰীয়া ৩ শ্রীগোপাল আতার স্থাপিত ১২
 জন ।

রামচরন খোঁবাগোছব মত্র । শ্রীরাম আহত গুড়ি মত্র ।
 বরযছু মনি বাংশ বারী মত্র । সরু যছুমনি গজলা মত্র ।
 পুরুষুদম কাঠ পার মত্র । সনাতন নগবীয়া মত্র ।
 মুরারী চবাই বাহি মত্র । অনিকুরু মায়ামরা মত্র ।
 নারায়ন দহবরিয়া মত্র । পরমানন্দ — হাবুন্দ মত্র ।
 বামচরন, ইকরাজান মত্র । দলৈ পো সনাতন উজবীয়া মত্র ।

৩ শ্রীগোপাল দেবর নাতির পরা ৫ জনার ৫ খন মত্র
 হয় । যাদবা নন্দ দৌকা চাপরি মত্র । মাধয়ানন্দ
 আগন্তুরি মত্র । দৈরকৌ নন্দন কলাকতা মত্র । স্বরূপানন্দ
 ধোপা বর মত্র, আকু নাচনি পার । রমানন্দ হেয়ার বারী
 মত্র ।

বরযছুমনি দেবর পুত্র নাতির পরা ৭ খন মত্র হয় ।
 যছুমনি দেবর পুত্র সনাতন, বতিকান্ত, শ্রীকান্ত ।
 সনাত দেবর পরা দিহিং মত্র, বতিকান্ত দেবর আদি
 বাংশ বাড়ীতে থাকে, শ্রীকান্তদেবর নমাটি মত্র হয় ।
 বতিকান্ত দেবর পুত্র উদিত বাম । উদিত রাম দেবর

পুত্র ৫ জন, তার ভিতরত গিরি ধর দেব ধলর সত্র, কাম দেবর আদি বাংশ বাড়ী সত্র, নববর দেব তৈল্য পানি সত্র, জগধর দেব, শরমরা সত্র। মুক্তদেব মেং দি সত্র

বর ষড়্‌মনিদেবর আজ্ঞাপোরা সত্র —

রামাই চেছা সত্র, আনিরুদ্ধ কাংশ পার সত্র, কানাই জুরকটা সত্র। অনুপাম মহরীয়াল সত্র — (ব্রাহ্মন)

রমাইর পরা মৈরা মর, বুদ্ধবারী, বারেধর, কাটনি, কুরদৈ গুবি আদি জকাই সত্র হয়।

আহত গুরি শ্রীরাম আতাৰ আজ্ঞাপর ধাপ কটা, ভাত মুরাল, নাইর বটিয়া, ধোঞা পঙ্গিয়া।

সক ষড়্‌মনি দেব গজলার আজ্ঞা পর মদার গুরি, পুষ্টি পড়া, সোনারি পার, আমতলা, এই চারি খন সত্র হয়।

বর বারে জন।

৩ শ্রীপুরুষত্তম ঠাকুর দেবর আজ্ঞাপর।—

শ্রীকৃষ্ণ বা বাপুকৃষ্ণর পরা এলোঙ্গ সত্র হয়। এখের পুত্র পৌত্রানু ক্রমে লেটুর গাওঁ, মদারগুবি, তকৌ বারী আদি আরু কেখন মান সত্র বৃদ্ধি হয়। হরিচরন শাওঁ কুছি সত্র, কমললোচন কাঠ বাপু বা কাঠর সত্র, মুরারী বেঙ্গেনা আতি, কৃষ্ণ চবন চুপহা সত্র, কমললোচন থকরী-রাল সত্র, কেশর করচুঙ্গ সত্র, গোপীনাথ চেকেরা তলি,

বাসুদেব চতুর্নিয়া সত্র, বাম কৃষ্ণ গোমোঠা সত্র, ভাগতির
পো পরমানন্দ বতন পুর সত্র, পবন্তুরাম পুনিয়া সত্র আরু
কুলবাড়ী সত্র হয় ।

সরু বাব জন ।

৩ শ্রীচতুর্ভূজ ঠাকুর দেবর আজ্ঞা পর ।

দেউরাম বরগাওঁ সত্র, জয় কৃষ্ণ খেরকটীয়া সত্র, জয়কানাই
গোভির সত্র, গোপীনাথ-কায়ে মারি সত্র, মুবুন্দ হালধি
আটি সত্র, রত্নাকর শলগুরি সত্র, গোবিন্দ বিহাস
পুর সত্র, বামভদ্র নাছনি পার সত্র, কানাই চুঙ্গাপার
সত্র, কানু উজনিয়া সত্র, সনাতন বেলপিরিয়া সত্র ।
কৃষ্ণ ঘরকটীয়া সত্র ।

৩ শ্রীবংশী-গোপাল দেবর পরা বড়া সত্র-

মিশ্রদেব--কুরুবা বাহী সত্র, জয়হবি দেব বা লক্ষ্মিকান্ত
গড় মূব সত্র, কৃষ্ণ চন্দ্র ডিফলু সত্র, নিরঞ্জন দেব বা নিবঞ্জম
পাঠক - আটনী আটী সত্র, লক্ষ্মী দেব দেবেরা পার সত্র,
অর্জুন দেব-নচাপরি সত্র, গতিদেব শ্রবনী সত্র, হরি
গরপুক্ষুরীয়া সত্র, দামোদর-জখল। বন্ধা সত্র ।

চতুর্ভূজ ঠাকুর দেবর ভগ্ন গোবিন্দ প্রিয়াব গর্ভত
রাম গতি চৌধুরী পুত্র দামোদর, সেই দামোদর স্থাপিত
১২ জন -

রাম চরন কোঁপাতি সত্র, বতিকান্ত নেপালি সত্র, গোপী
কান্ত নলতিয়াল সত্র, রঘুপতি লক্ষীপুর সত্র, হরিচরণ

মিচির্মি আটি সত্র, পরমানন্দ কথোর গ্রাম, রাম গোভন—
নাচপার সত্র, হরি গতি—করতি সত্র, কৃষ্ণ—শাল মরিয়া
সত্র, কৃষ্ণ গহন—পশাড়ি দিয়া, পরমানন্দ বটর গঞা সত্র,
জয় গোবিন্দ—গমতিয়া সত্র ।

শঙ্করদেবর পুত্র হবিচরণ ঠাকুরর পুত্র চতুভূজ ঠাকুরর
ভগ্নিক বড়ুবা চৌধুরীত বিয়া দিলে, তেওঁরে পুত্র দামো-
দর, দামোদরর পুত্র বামাকান্ত, সেই রামাকান্তর পরা
নারোরা সত্র হয় ।

পুরুষোত্তম ঠাকুরর কন্যাক নিরঞ্জন চৌধুরিলৈ বিয়া দিলে,
তেওঁর পুত্র চক্রপানী, সারেস পানী, চক্রপানীর পবা চাম
গুরি, সারেস পানীর পবা দৌলী সত্র হয় ।

ববঠাকুরর কন্যা সুভদ্রাক রাম গতিলৈ বিবাহ দিযে
তেওঁর পুত্র অনন্তরাম, সেই অনন্ত বামেই শলগুরি সত্র
হয় । তেওঁবে সরুজনা ভার্য্যার পুত্রর পরা কোরা সরা
সত্র হয় ।

৩ শ্রীশঙ্কর দেবর দিবসত সংহতি বিভাগ হোরা
নাছিল ।

শঙ্করসু মতে সমাক ত্রিধা ভেদো ভবিষ্যতি ।

ব্রহ্ম সংহতিকা কেচিৎ পুরুষঃ সংহতি স্থখা ।

কাল সংহতিকা চৈব ভগবত পাদ নোপকা ॥

৩ শ্রীমাধব দেবর দিবসর পরা তিনি সংহতি মতে শ্রী
সংহতির যি গরাকো সেই মতেই মাধবদেবের বিভাগি দিছে ।

পূর্বে এই ধর্ম শ্রীনারায়ণ পূর্ণ কৃষ্ণ ভগবন্তে যত বার
আগত প্রকাশ করিছিল এই ধর্ম যিহি লগ হৈ গুরু শিষ্যে
শুনিছিল সেই অংশেই সেই শিষ্য সেই গুরু উভয়ে সঙ্গ হৈ
অবতার ধরি ধর্ম প্রবর্ত্তাৱা অনুসারেই সংহতি বিভাগ
হয় । ধর্মর সম্বন্ধত শিষ্য গুরু উভয়ে সঙ্গ হৈ আহি
ধর্ম প্রচার করাকে "সংহতি" বোলে । "সংহতি কার্য্য
সাধিকা" সঙ্গ নহলে কোনো কায্য নহয়— সেই বাবেই
পূর্বেই কলিত ধর্ম কার্য্য সাধিবর নিমিত্তে সঙ্গ হৈ অহাই
সংহতি ॥

সনক সনন্দ আদি চারি সিদ্ধক শ্রীনারায়ণে বি
ভক্তির তত্ত্ব শিক্ষা দিছিল ব্রহ্মার পুত্র সেই চারি সিদ্ধে
চারিযো চারিব সঙ্গ হৈ আহি অবতার হৈ শঙ্কর মাধব
দেবত ধর্ম ধরিছে । কৃষ্ণদেবক দেবতা বোধে ভাগবতত
কাষ্ঠা দেখাই যি ধর্ম প্রবর্ত্তাইছে; সেই ব্রহ্ম সংহতি ।
আরু ব্রহ্মারপুত্র বাবে ব্রহ্ম সংহতি । (চারি সত্রিয়া সকল)

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণভগবন্তই শ্রীশঙ্করদেব মহাপুরুষ অবতার
হয় । পূর্বে পূর্ণকৃষ্ণ ভগবন্তে পদ্মবল্লভ বি ভক্তির তত্ত্ব
কৈছিল সেই ভক্তি ভ্রোতা চারিজন সঙ্গীতই মাধবদেবে
নামত কাষ্ঠায়ে কৃষ্ণদেবক দেবতা বোধে যি ভক্তি
প্রবর্ত্তাইছে সেয়ে পুরুষ সংহতি । পুরুষুত্তম ঠাকুর,
নারায়ণ দাগ ইত্যাদি ।

অনন্ত শয্যাতে পূর্ণকৃষ্ণ বা কাল কৃষ্ণই পাতাল পুরত

মিঠিমা আটি সত্র, পরমানন্দ কথোর গ্রাম, রাম গোভন—
নাচপার সত্র, হরি গতি—করতি সত্র, কৃষ্ণ—শাল মরিয়া
সত্র, কৃষ্ণ গহন—পশাড়ি দিয়া, পরমানন্দ বটর গঞা সত্র,
জয় গোবিন্দ—গমতিয়া সত্র ।

শঙ্করদেবর পুত্র হবিচরণ ঠাকুরর পুত্র চতুভূজ ঠাকুরর
ভগ্নিক বড়ুবা চৌধুরীত বিয়া দিলে, তেওঁরে পুত্র দামো-
দর, দামোদরর পুত্র বামাকান্ত, সেই রামাকান্তর পরা
নরোরা সত্র হয় ।

পুরুষোত্তম ঠাকুরর কন্যাক নিরঞ্জন চৌধুরিলে বিয়া দিলে,
তেওঁর পুত্র চক্রপানী, সারেঙ্গ পানী, চক্র পানীর পবা চাম
গুরি, সারেঙ্গ পানীর পবা দীঘলী সত্র হয় ।

ববঠাকুরর কন্যা সুভদ্রাক রাম গতিলৈ বিবাহ দিয়ে
তেওঁর পুত্র অনন্তরাম, সেই অনন্ত বামেই শলগুরি সত্র
হয় । তেওঁবে সরুজনা ভাৰ্য্যার পুত্রর পরা কোরা সরা
সত্র হয় ।

৩ শ্রীশঙ্কর দেবর দিবসত সংহতি বিভাগ হোরা
নাছিল ।

শঙ্করস্ব মতে সম্যক ত্রিধা ভেদো ভবিষ্যতি ।

ব্রহ্ম সংহতিকা কেচিৎ পুরুষঃ সংহতি স্থখা ।

কাল সংহতিকা চৈব ভগবত পাদ সৌক্য ॥

৩ শ্রীমাধব দেবর দিবসর পরা তিনি সংহতি মতে বি
সংহতির যি গরাকী সেই মতেই মাধবদেবের বিভাগি দিছে ।

পূর্বে এই ধর্ম শ্রীনারায়ণ পূর্ণ কৃষ্ণ ভগবন্তে যত যার আগত প্রকাশ করিছিল এই ধর্ম যিহি লগ হৈ গুরু শিষ্যে শুনিছিল সেই অংশেই সেই শিষ্য সেই গুরু উভয়ে সঙ্গ হৈ অরতাব ধরি ধর্ম প্রবর্ত্তায়া অনুসারেই সংহতি বিভাগ হয় । ধর্মের সম্বন্ধত শিষ্য গুরু উভয়ে সঙ্গ হৈ আহি ধর্ম প্রচার করাকে "সংহতি" বোলে । "সংহতি কার্য্য সাধিকা" সঙ্গ নহলে কোনো কায্য নহয়— সেই বাবেই পূর্বেই কলিত ধর্ম কার্য্য সাধিবর নিমিত্তে সঙ্গ হৈ অহাই সংহতি ॥

সনক সনন্দ আদি চারি সিদ্ধক শ্রীনারায়ণে বি ভক্তির তত্ত্ব শিক্ষা দিছিল ব্রহ্মার পুত্র সেই চারি সিদ্ধে চারিয়ো চারিব সঙ্গ হৈ আহি অবতার হৈ শঙ্কর মাধব দেবত ধর্ম ধরিছে । কৃষ্ণদেবক দেবতা বোধে ভাগবতত্ব কাষ্ঠা দেখাই যি ধর্ম প্রবর্ত্তাইছে; সেই ব্রহ্ম সংহতি । আর ব্রহ্মারপুত্র বাবে ব্রহ্ম সংহতি । (চারি সত্রিয়া সকল)

অয়ং শ্রীকৃষ্ণভগবন্তেই শ্রীশঙ্করদেব মহাপুরুষ অবতার হয় । পূর্বে পূর্ণকৃষ্ণ ভগবন্তে পদ্মবল্লভ বি ভক্তির তত্ত্ব কৈছিল সেই ভক্তি ভ্রোতা চারিজন সঙ্গীহৈ মাধবদেবে নামত কাষ্ঠায়ে কৃষ্ণদেবক দেবতা বোধে যি ভক্তি প্রবর্ত্তাইছে সেয়ে পুরুষ সংহতি । পুরুষুত্তম ঠাকুর, নারায়ণ দাগ ইত্যাদি ।

অনন্ত শয্যাত পূর্ণকৃষ্ণ বা কাল কৃষ্ণই পাতাল পুরত

যি ভক্তির তত্ত্ব কৈছিল, সেই ভক্তি তত্ত্ব শ্রোতা ৪ জন
সঙ্গর নঙ্গি হৈ গোপাল আতাত ভক্তি লভিছে । গোপাল
আতা সেই কাল পুরর পূর্ণ কৃষ্ণই গোপাল অবতার হৈ
কৃষ্ণ দেবক দেবতা বোধে গুরুত কাষ্ঠা দেখাই যি ভক্তি
প্রবর্তাইছে সেয়ে কালসংহতি । বর বড়মনি, শ্রীরাম আ
তা ইত্যাদি । এই তিনি সংহতিয়েই মূল ।

আচার বারহাব নীতি সঙ্গাচার বক্ষার নিমিত্তে মাধব
দেবর দিবস ত নিকা সংহতি সৃষ্টি হয় । “বোহিনী তনয়ে
ভাবি মাধবো নামঃ কলৌ ।” বোহিনীর পুত্র বলভদ্র
অয়ং আদি মাধব দেব অবতার হয় । আচার, নীতি সঙ্গ
সঙ্গাচার নহলে ভক্তির অঙ্গ পূর্ণ বা ভক্তি সিদ্ধিনহয়
সেই বাবেই মাধবদেবে নিকা সংহতি সৃষ্টি করিলে । বহু
লাআতা, মথুরা দান ইত্যাদি নিকা সংহতি ।

ঈশ্বরব সত্ত্ব, রজ্জ তম তিনি গুণ । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র রূপে
এই তিনি গুণেতে অঙ্গন, পালন, সংহারন হয় । মহাপুরু
ষীয়া ধর্ম্মর সৃষ্টি টা তিনি গুণে তিনি সংহতি, যেনে ব্রহ্ম,
পুরুষ, কাল, এই তিনি সংহতিতে ধর্ম্ম প্রবর্তিত হয় । নাম
গুরু দেব ভকত বা ভাগবত চারিটি সংহতির ৪ কাষ্ঠা ।
যেই সেই সংহতিয়েই এই চারি বিধ পরিত্যাগ করিব নো-
য়ারে । নাম গুরু দেব ভকত ভাগবত ভক্তি মার্গত স-
কলোরে প্রয়োজন, নহলে ভক্তি পূর্ণ নহয় । চারিও সং
হতিত ইমানকে পৃথক দেখা যায় যে বাব যি কাষ্ঠা সেই

কাষ্ঠা অনুসারে আগাপিছ করে । ভাগবত বা ভকতত কাষ্ঠাত ভকত ভাগবতক আগ কবে, নামত কাষ্ঠাব নাম আগ, গুরুত কাষ্ঠার গুরু আগ, সংহতি অনুসারে আগ পাছ মাত্র, এই চারি বস্তুক কোনেও এরি ব নোৱারে ।

জন্ম মাএই মানুহে বাল্য, যুবা, বৃদ্ধ এই তিনটা অবস্থা প্রাপ্ত হবই লাগিব । এই তিনি অবস্থা প্রাপ্তনহৈ আধা বয়সত মৃত্যু হলে তার জন্ম পূর্ণ নহয় । ভক্তিপন্থ টো ব্রহ্ম, পুরুষ, কাল এই টিটি নহলে ভক্তি পূর্ণ নহয়; যেনে কাল সংহতিব গুরুত কাষ্ঠা কিন্তু গুরু নহলে ভক্তি সিদ্ধি কারো নহয় ।

এই তিনি সংহতির তিনি সম্প্রদা অনুসারে ভক্তি হৈছে । যেনে শ্রীনারায়নে ব্রহ্মাক চাবিটি শ্লোকেবে ভক্তি কৈছে, ব্রহ্মায় নারদক ছয়টি শ্লোকেবে কৈছে, নারদে ব্যাসক ৮ টী শ্লোকেবে কৈছে, ব্যাসে শুকক ১০ শ্লোকেবে কৈছে, শুকে পরিক্ষীতক ১২ শ্লোকেবে কৈছে । এই বার শ্লোকে ১২ কঙ্ক ভাগবত, এইয়ে নারদী সম্প্রদা, ব্রহ্মায় নারদক কোৱাব বাবে বিরিঞ্চি সম্প্রদাও বোলে ।

ব্রহ্মার আগত যেতিয়া শ্রীনারায়নে কয়্ তেতিয়া এই কথা অনন্তই শুনিলে, অনন্তে চাবি সিদ্ধক কলে । চারি নিক্তে সাংশায়নক কলে, সাংশায়নে দ্বৈপায়নক কলে দ্বৈপায়নে বিদুবক কলে, এইয়ে পাতালি সম্প্রদা অনন্তে চাবিসিদ্ধক কোৱার বাবে অনন্তি সম্প্রদাও বোলে ।

যি ভক্তির তত্ত্ব কৈছিল, সেই ভক্তি তত্ত্ব শ্রোতা ৪ জন
মঙ্গর নক্ষি হৈ গোপাল আতাত ভক্তি লভিছে । গোপাল
আতা সেই কাল পুরর পূর্ণ কৃষ্ণই গোপাল অবতার হৈ
কৃষ্ণ দেবক দেবতা বোধে গুরুত কাষ্ঠা দেখাই যি ভক্তি
প্রবর্তাইছে সেয়ে কালসংহতি । বর যতুমনি, শ্রীরাম আ
তা ইত্যাদি । এই তিনি সংহতিয়েই মূল ।

আচার বারহাব নীতি সদাচার বক্ষাব নিমিত্তে মাধব
দেবর দিবসত নিকা সংহতি সৃষ্টি হয় । “বোহিনী তনয়ে
ভাবি মাধবো নামঃ কলৌ ।” বোহিনীর পুত্র বলভদ্র
স্বরূপ আদি মাধব দেব অবতার হয় । আচার, নীতি সদা
সদাচার নহলে ভক্তির অঙ্গ পূর্ণ বা ভক্তি সিদ্ধিনহয়
সেই বাবেই মাধবদেবে নিকা সংহতি সৃষ্টি করিলে । বহু
লাআতা, মথুরা দান ইত্যাদি নিকা সংহতি ।

ঈশ্বরব সত্ত্ব, রজ্জ তম তিনি গুণ । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র রূপে
এই তিনি গুণেতে অঙ্গন, পালন, সংহারন হয় । মহাপুরু
ষীয়া ধর্মর সৃষ্টিটা তিনি গুণে তিনি সংহতি, মেনে ব্রহ্ম,
পুরুষ, কাল, এই তিনি সংহতিতে ধর্ম প্রবর্তিত হয় । নাম
গুরু দেব ভকত বা ভাগরত চারিটা সংহতির ৪ কাষ্ঠা ।
যেই সেই সংহতিয়েই এই চারি বিধ পরিত্যাগ করিব নো-
রারে । নাম গুরু দেব ভকত ভাগরত ভক্তি মার্গত স-
কলোরে প্রয়োজন, নহলে ভক্তি পূর্ণনহয় । চারিও সং
হতিত ইমানকে পৃথক দেখা যায় যে বার যি কাষ্ঠা সেই

কাষ্ঠা অনুসারে আগপিছ করে । ভাগরত বা ভকতত কাষ্ঠাত ভকত ভাগরতক আগ কবে, নামত কাষ্ঠাব নাম আগ, গুরুত কাষ্ঠার গুরু আগ, সংহতি অনুসারে আগ পাছ মাত্র, এই চারি বস্তুক কোনেও এরিব নোরারে ।

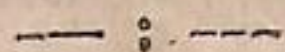
জন্ম মাএই মানুহে বালা, যুবা, বৃদ্ধ এই তিনটা অবস্থা প্রাপ্ত হবই লাগিব । এইতিনি অবস্থা প্রাপ্তনহৈ আধা বয়সত মৃত্যু হলে তার জন্ম পূর্ণ নহয় । ভক্তিপন্থ টো ব্রহ্ম, পুরুষ, কাল এই টিনটি নহলে ভক্তি পূর্ণ নহয়; যেনে কাল সংহতির গুরুত কাষ্ঠা কিন্তু গুরু নহলে ভক্তি সিদ্ধি কারো নহয় ।

এই তিনি সংহতির তিনি সম্প্রদা অনুসারে ভক্তি হৈছে । যেনে শ্রীনারায়নে ব্রহ্মাক চারিটা শ্লোকেবে ভক্তি কৈছে, ব্রহ্মায় নারদক ছয়টি শ্লোকেবে কৈছে, নারদে ব্যাসক ৮ টী শ্লোকেবে কৈছে, ব্যাসে শুকক ১০ শ্লোকেবে কৈছে, শুকে পরিক্ষীতক ১২ শ্লোকেবে কৈছে । এই বার শ্লোকে ১২ কল্প ভাগবত, এইয়ে নারদী সম্প্রদা, ব্রহ্মায় নারদক কোরাব বাবে বিরিক্ত সম্প্রদাও বোলে ।

ব্রহ্মার আগত যেতিয়া শ্রীনারায়নে কয় তেতিয়া এই কথা অনন্তই শুনিলে, অনন্তে চারি সিদ্ধক কলে । চারি সিদ্ধে সাংখ্যায়নক কলে, সাংখ্যায়নে দ্বৈপায়নক কলে দ্বৈপায়নে বিদুৰক কলে, এইয়ে পাতালি সম্প্রদা অনন্তে চারিসিদ্ধক কোরাব বাবে অনন্তি সম্প্রদাও বোলে ।

হংসনারায়নে শিরক কলে, শিবই পার্শ্বতীক কলে,
 পার্শ্বতীয়ে নন্দীভূঙ্গিক কলে, নন্দীভূঙ্গিয়ে বালখিল্য
 ঋষি সকলক কলে, ঋষি সকলে পত্নীসকলক কলে, মেই
 ভাগকে স্মৃতে নৈমিষারন্যত ২৮ শ সহস্র ঋষিক কলে,
 এইয়ে শিব সম্প্রদা ।

এই তিনি সম্প্রদায়ব ধর্ম ধারী আরু চারিও সংহতিত
 বিমান সমুদ্র আছে সকলোরে মিলি এটকা মহন্ত হয় ।



দ্বিতীয়

অরোপি নন ব্যয়ত্না ভুতানামপি শ্বরো পিনন ।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় নম্ভবাম্যাত্ম মায়য়া ॥

ঈশ্বর কৃষ্ণই গীতাত কৈছে মই জন্ম রহিত, গোটেই
জগতর ঈশ্বর হৈয়ে প্রকৃতির আশ্রয়ত দেহ ধারণ কবি
অরতাব হও ।

জন্ম কৰ্ম্মচ মে দিব্য মেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

ত্যাভ্য দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি নোহজ্জুন ॥

মোর স্ব ইচ্ছায় জন্ম ধরা, অলৌকিক ধর্ম পালন রূপ
কর্মবোর যি যথার্থ রূপে জানিব পারে তেওঁর পুনর জন্ম
নহয়, তেওঁ মোক পায় মুক্ত লাভ করে । এতেকে যি
সকলে পুনঃ জন্ম নধরি সদগতি লাভর কামনা করে নেই
সকলে ঈশ্বর অরতারব সকলো জন্ম কর্ম লীলা বিশেষ
রূপে জ্ঞাত থাকিব লাগে নেয়ে নহলে মুক্ত লাভ কবিব
নোরায়ে ।

শ্রেয়ান স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্ম স্নুষ্টিতাৎ ।

স্বধর্মো নিধনং শ্রেয় পবধর্মো ভয়া বহ ॥

পরধর্ম যদি সুন্দর রূপে প্রাপ্তি স্থিতহয় আর স্বধর্মর
যদি কোনো আঙ্গহিনোহয় তথাপি স্বধর্মক বিশ্বাস
করিব । স্বধর্মত থাকি মৃত্যু হলে সদগতি পায় ।
পব ধর্মত মৃত্যু হলে নরক গামি হয় ।

শঙ্কর দেবর শুদ্ধ সনাতন ধর্মত এক দেউ এক

নেউ একবিনে নাই কেউ, একমাত্র ঈশ্বরত শরণর বাজে
জান নাই ।

ঘোষা-একখনি মাত্র শাস্ত্র নিষ্ট, দৈবকী নন্দনে কৈলেকাক
দেবো এক মাত্র দৈবকী দেবীর স্মৃত ।

দৈবকী পুত্রর পদ দেবা, কর্মো এক মানে এহি মাত্র,
মন্ত্ৰো এক মাত্র তান নাম অদভুত ॥

এতেকে কৃষ্ণ দেবত বাজে আনদের আরু নাই । যি
অন্য দেবতাক বিশ্বাস কনি আন ধর্মর মন্ত্ৰ গ্রহণ কবে
তাব গতি লাভ নহয় । মনুষ্যর স্বধর্ম কৃষ্ণ দেবক দেবতা
বোধে কৃষ্ণর নামলৈ গুরুত শরণ ভজন ভক্তি পরমার্থ
বিচার করি লোরা । ঈশ্বরে কৈছে-

সর্ব ধর্মান পরিত্যাগ মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং তাং সর্ব পাপেভ্যাং মুক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ
সকলো ধর্ম পরিত্যাগ করি কেবল মাত্র যোর শরণ লোরা
তেতিয়া তোমাক সকলো পাপর পরা রক্ষা করি মুক্ষ
দিম । কিন্তু এতিয়া কৃষ্ণক পোরা নেযায়, গুরুতে কৃষ্ণর
রূপ ধ্যান করি, গুরুকেই কৃষ্ণ ভাবি শরণ ললেই ঈশ্বর
ষকুই পাপর পরা পরিত্রান করিব । সেইবাবে সকলো
ধর্মকে পরিত্যাগ কবি শঙ্করদেবে শরণকে সার করি ধ-
র্মার্চাধ্য গুরু সকলত শরণ নিয়ার ভাব অর্পণ করি যায় ।
সেই উপলক্ষে প্রথমতে গুরুত শরণ লয় সেই শরণীয়া
গুরুকে দৃঢ় ভক্তি বাধিলে মৃত্যু সময়ত ভর সাগর পার

কৰিবৰ কাৰণে গুৰুৰূপে ভগবন্ত আহি কাঙাৰি হৈ পাব-
কৰে।

পুৰুষোত্তমৰ প্ৰেম, ভক্তি সুখক মাত্ৰ-
নিশ্চয় কবিল যিটোজন।

শরণ কালৰ পৰা, বিধিৰ কিস্কৰ গুছি,
কৰে সদা শ্রবন কীৰ্ত্তন।

ভগবন্ত প্ৰতি প্ৰীতিভক্তিৰ সুখক যি জনে সার মানি
গুৰুত শরণ লয়, সেইদিনাৰ পৰা লিখনৰ পৰাও মুক্ত হৈ
হৰি নাম শ্রবন কীৰ্ত্তন কৰি হৰি পনায়ন হব পাৰে।

গুৰুকে হৰি, নিত্য নিরঞ্জন ৰাম, কৃষ্ণ, অভয় চরণ ভাবি
তিনি সত্য কৰি মগ্ন বাব দণ্ডত হৈ গুৰুৰ মুখে কৃষ্ণ মন্ত্ৰ
গ্রহণ নকৰিলে মন্ত্ৰম্বা শরীর পবিত্র নহয় এতেকে মনুষ্য
মাত্ৰেই গুৰুত শরণ লব লাগে। শরণ নহলে ঈশ্বৰে তার
দ্রব্য গ্রহণ নকৰে। তাৰ প্ৰমাণ নারদ মহৰ্ষি হৈয়ো কৃষ্ণ
মন্ত্ৰ গ্রহণ নকৰালকে অশুচি আছিল। অনৰণীয়া নারদক
দেখি চাণালিনীয়ে গৰু মূৰ এটা দি অন্নক ধাককা দিছিল।

এৰা যটৰ জল বেনেকৈ অবি যায় শরণ হীন মনুষ্য-
ৰো তেনেকৈ সকলো ধৰ্ম্ম নষ্ট পায়। কাৰ বাক্য মনে
গুৰু মুখে কৃষ্ণ মন্ত্ৰ গ্রহণ কৰি এক কৃষ্ণ দেৱক আশ্রয়
লোৱাকে শরণ বোলে।

শরণ তিনি বিধ যেনে প্ৰথম, মধ্যম, আৰু উত্তম। আন
ধৰ্ম্ম, আনদেৱ, আন তাৰ্থত বিশ্বাস এৰি এক কৃষ্ণ দেৱক

আশ্রয় করিলে তাকে প্রথম শরণ বোলে । গো মহিষ
ধন জন পুত্র দাশাদি সকলোকে ঈশ্বরত অর্পণা কবি কৃষ্ণক
আশ্রয় করিলে তাকে মধ্যম শরণ বোলে । সকলো আশা
দূড় করি এক মাত্র ঈশ্বরত চিত্ত দিড় করি সংসার আসার
জ্ঞান করাকে উত্তম শরণ বোলে । উত্তম সরণীয়া ভক্তে
তিনিও ভুবন পবিত্র করিব পারে । ইয়ার ফল ৩ শ্রীমাদ্র
দেবে লেখিছে ।

হরিচরণত শরণ লৈলো
মানবী জনম সাফল কৈলো
গোপাল গোবিন্দ যদুন্দন
কৃষ্ণ চরণে লৈলো শরণ ।
রাঘবর অভয় চরণে,
সত্যে সত্যে পশিলো শরণে ।
হরি ও হরি চরণে লাগো ।
অভয় চরণে শরণ মাগো ।
রাম রঘু পতি রঘুন্দন
তোমার চরণে লৈলো শরণ

গুরুর ওছরত যাক লৈ এই মানবী জনম সাফল
করিব পারে সেয়ে শরণ । শরণ নহলে গতি পাব
নোরাহে । শরণ চারিটি—গুরুত শরণ, নামত শরণ, ভক্ত
ত শরণ । দেবত শরণ শরণীয় । গুরু শিষ্য উভয়ে পবি-
চয় হলে জীর গুটি শিব হয় আরু শিষ্য গুরু দুইরো একে

কায় গুরু পরমাত্মা, শিব্য জীব আত্মারূপী হোৱাকে উত্তম
শরণ বোলে এনে শরণত জীবৰ পুন জন্ম নহয় ।

ইয়াৰ বাজে মাটিৰা শিলৰ প্ৰতিমাক ঈশ্বৰ বুদ্ধি
কৰি পূজা কৰা ভুল হয় । শঙ্কৰ দেৱে কীৰ্ত্তনৰ ধ্যান
বৰ্ণত ধ্যানৰ বিষয়ে যি বিবৰণ লেখিছে সি মাত্ৰ মানসিক
ধ্যানহে । ঈশ্বৰ চিন্তাৰ কাৰণে প্ৰথমে এটি ৰূপ চিন্তা
কৰিব লাগে যেনে-ভাই মুখে বোলা ৰাম হৃদয়ে ধৰা ৰূপ
এতেকে মুকুতি পাইবা কহিলো স্বৰূপ । অজ্ঞান লোক
সমূহক ব্ৰহ্মজ্ঞান দিবৰ অৰ্থে ব্ৰহ্মৰ ৰূপ বৰ্ণনা কৰি এনে
জ্ঞান শিক্ষা দিছিল কিন্তু শিলৰ মাটিৰ ৰূপ প্ৰতিমাক তেনে
ধ্যান কৰিবলৈ নহয় ।

অব্যক্ত ঈশ্বৰ হরি, কিমতে পূজিবো তাক,
ব্যাপকত কিবা বিগৰ্জ্জন ।

এতাবন্ত মূৰ্ত্তি শূণ্য, কেন মতে চিন্তি বাহা,
ৰাম বুলি শুদ্ধ কৰা মন ।

এই ঘোষাৰ দ্বাৰা সন্মষ্ট বুজা যায় যে কেৱল নাম
কীৰ্ত্তনৰ বাজে মূৰ্ত্তিও উপাসনাদি বৰ্জ্জিত । ঈশ্বৰ নি-
ৰাকার, নিৰ্বিকার চৈতন্য স্বৰূপ কেৱল ভক্তৰ নিমিত্তে
তেওঁ সাকার আৰু শূণ্য । নহলে অল্প বুদ্ধি মানুহে
নিৰাকার নিগুণ ব্ৰহ্মক ধাৰণা কৰিব নোৱাৰে । ঈশ্বৰ
নিৰাকার বুলিও একে বাৰে শূণ্য নহয় । শাস্ত্ৰ মতেও
তেওঁৰ ৰূপ আছে কিন্তু ধৰ্ম চক্ষুৱে তাকে দেখা পাব

নোৱাৰে। সাধুব সঙ্গত অন্তৰ তন্ময় হৈ ভক্তিত দিব্য চক্ষু মেল খালহে এই রূপ দৰ্শন কৰা যায়।

দেৱতা সকলৰ পূজা লুপ্ত হোৱাতে তেওঁ বোলাকে খাবলৈ নেপায় ঈশ্বৰক তুতি মিতি কৰাত নাৰায়ণে শিৱৰ দ্বাৰাই আগম শাস্ত্ৰ খানি কৰাই অবিদ্যা ক্লেশ জীৱ দিলাকক সংসাৰত লুপ্ত কৰিবৰ কৰণে আৰু দেৱতা সকলৰ পূজা কৰাবৰ নিমিত্তেই তন্ত্ৰ শাস্ত্ৰ সৃষ্টি কৰে। সেই বাবেই অনাবশ্য কৰ্ম সোম, যোগ, যাগ পূজা আদি নানা কৰ্মত্যাগ কৰি কেৱল ভক্তিকে "সঙ্গৰ মাধৱ দেৱে" শ্ৰেষ্ঠ কৰি ঘোষাত লিখিছে। যেনে—

কেৱল ভক্তি, পুৰুষক তাৰে

সহায় কাকো নচাৰে।

জ্ঞান কৰ্ম যোগে, তাৰিতে নপাৰে

ভক্তি নপাৰে যাৰে।

একাদশ স্কন্ধত লিখিছে—

মই বিনে বেদে কিছু আন নব খানে।

চাৰিও বেদৰ তত্ত্ব অৰ্থ এহি মানে ॥

যাৱ যেন মতি কৰে বেদক বাখ্যান।

নিজ ধৰ্ম ভক্তিক তেজি বুজে আন ॥

কেহু বোলে বেদ কৰে যত ব্ৰত দান।

কতো বোলে ক্ষুদ্ৰ দেৱ পূজা তীৰ্থস্থান।

কেহো বোলে বেদে কহে জ্ঞানতেনে গতি।

গুণর ইচ্ছাই বুজে যার যেনে মতি ॥

বেদে নানা পথ দেখাই কর্ম করাই কিন্তু তেনে কর্ম-
ত যার বিশ্বাস সেই জনর প্রতি ঘোষাত লিখিছে ।

কর্ম ত বিশ্বাস যার, হিয়াত থাকন্ত হরি,

অতিশয় দূর হন্ত তার,

দূরতো বিদূর হোন্ত তার ।

অহঙ্কার থাকন্তেয়ো, সাক্ষাতে কৃষ্ণক পারে

শ্রবন কীর্তন ধর্ম যার ।

যিজনে কর্ম ত বিশ্বাস করি হৃদিস্থিত ভগবানক চিনি
জানি নলরয়, তেওঁর হিয়াত হরি থাকিও লুপ্ত হয় আর
বহু দূর চলি যায় তেনে জনে ভগবন্তক নেপায় অহঙ্কারী
জনেও যদি শ্রবন কীর্তন ধর্মবুলি জানি রতি কনে তেন্তে
তেওঁ ঈশ্বরক পায় । ভক্ত সকলর কর্ম ত অধিকার নায়,
কর্মকরিলেও ঈশ্বরর তুষ্টর অর্থে করে, তার ফল কামনা
নকরে, অপ্রাপ্তি দ্রব্যক প্রাপ্তির ইচ্ছা নকরে আর প্রাপ্তির
দ্রব্যকো রক্ষার যত্ন নকরে । জ্ঞানী লোকে কর্মর ফল
ত্যাগ করি জন্ম বন্ধনর হাত সাবে । ত্রিগুণাত্মক বেদে
সকামি লোকক কর্মর ফল প্রদান করে । যি দুখত দুখি
সুখত স্পৃহা শূন্য মনর বাসনা ভোগ বিলাস পরিহার
করি পরমানন্দ স্বরূপ আত্মাত সদাই তুষ্ট থাকি, ক্রোধ ভয়
বর্জিত করি ইন্দ্রিয় সকলক বসিভূত করিছে সেই জনর
মনেই স্থিরতা হয়, তেওঁরে শান্তি, তেবেই ব্রহ্ম জ্ঞান নিষ্ট

নোয়াবে । সাধুর সঙ্গত অন্তর তন্ময় হৈ ভক্তিত দিব্য
চক্ষু মেল খালহে এই রূপ দর্শন করা যায় ।

দেবতা সকলর পূজা লুপ্ত হোৱাতে তেওঁ বোলাকে
খাবলৈ নেপায় ইশ্বৰক তুতি মিতি করাত নাৰায়ণে
শিবর দ্বাৰাই আগম শাস্ত্র খানি কৰাই অবিদ্যা ক্লয় জীৱ
দ্বিলাকক সংসারত লুপ্ত কৰিবৰ কৰণে আৰু দেবতা সক-
লর পূজা কৰাবৰ নিমিত্তেই তন্ত্ৰ শাস্ত্র সৃষ্টি কৰে । সেই
বাবেই অনাবশ্য কৰ্ম্ম সোম, যোগ, যাগ পূজা আদি নানা
কৰ্ম্মত্যাগ কৰি কেৱল ভক্তিকে " সঙ্গৰ মাধৱ দেৱে",
শ্রেষ্ঠ কৰি ঘোষাত লিখিছে । যেনে—

কেৱল ভক্তি, পুৰুষক তাৰে

সহায় কাকো নচাৰে ।

জ্ঞান কৰ্ম্ম যোগে, তাৰিতে নপাৰে

ভক্তি নপাৰে যাৰে ।

একাদশ স্কন্ধত লিখিছে—

মই বিনে বেদে কিছু আন নব খানে ।

চাৰিও বেদর তত্ত্ব অৰ্থ এহি মানে ॥

যাৱ যেন গতি কৰে বেদক বাখ্যান ।

নিজ ধৰ্ম্ম ভক্তিক তেজি বুজে আন ॥

কেহু বোলে বেদ কৰে যত ব্ৰত দান ।

কতো বোলে ক্ষুদ্ৰ দেৱ পূজা তীৰ্থস্থান ।

কেহো বোলে বেদে কহে জ্ঞানতেম্বে গতি ।

গুণর ইচ্ছাই বুজে যার যেনে মতি ॥

বেদে নানা পথ দেখাই কৰ্ম করাই কিন্তু তেনে কৰ্ম-
ত যার বিশ্বাস সেই জনর প্রতি যোমাত লিখিছে ।

কৰ্মত বিশ্বাস যার, হিয়াত থাকন্ত হরি,

অতিশয় দূর হন্ত তার,

দূরতো বিদূর হোন্ত তার ।

অহঙ্কার থাকন্তেয়ো, সাক্ষাতে কৃষ্ণক পারে

শ্রবন কীর্তন ধৰ্ম যার ।

যি জনে কৰ্মত বিশ্বাস করি হৃদিস্থিত ভগবানক চিনি
জানি নলরয়, তেওঁর হিয়াত হরি থাকিও লুপ্ত হয় আরু
বহু দূর চলি যায় তেনে জনে ভগবন্তক নেপায় অহঙ্কারী
জনেও যদি শ্রবন কীর্তন ধৰ্মবুলি জানি রতি কনে তেন্তে
তেওঁ ঈশ্বরক পায় । ভক্ত সকলর কৰ্মত অধিকার নায়,
কৰ্মকরিলেও ঈশ্বরর তুষ্টর অর্থে করে, তার ফল কামনা
নকরে, অপ্রাপ্তি দ্রব্যক প্রাপ্তির ইচ্ছা নকরে আরু প্রাপ্তির
দ্রব্যকো রক্ষার যত্ন নকরে । জ্ঞানী লোকে কৰ্মর ফল
ত্যাগ করি জন্ম বন্ধনর হাত সাবে । ত্রিগুণাত্মক বেদে
সকামি লোকক কৰ্মর ফল প্রদান কবে । যি দুঃখত দুঃখি
সুখত স্পৃহা শূন্য মনর বাসনা ভোগ বিলাস পবিহার
করি পরমানন্দ স্বরূপ আত্মাত সদাই তুষ্ট থাকি, ক্রোধ ভয়
বর্জিত করি ইন্দ্রিয় সকলক বসিভূত করিছে সেই জনর
মনেই স্থিরতা হয়, তেওঁরে শান্তি, তেবেই ব্রহ্ম জ্ঞান নিষ্ট

শুদ্ধ চিত্ত লোক সংসারত মোহ ত্যাগ কবি হুত্ব কালত
ব্রহ্মত লয় হয় তেওঁর আরু পুন জন্ম নহয় ।

দ্বাদশ কঙ্কত—

নছারে কৰ্ম্মৰ শোক দুখ এক দিনো ।

জ্ঞানতো নাহিকে গতি ভক্তি বিহনে ॥

তপ যপ সন্ন্যাসে পরম মহাদানে ।

নুপারে আমাক নথি যোগ মহা জ্ঞানে ॥

কেরল ভক্তি একে মোক করে বশ্য ।’

এক মাত্র ঈশ্বরত ভক্তির বাজে আন কৰ্ম্ম সকলো অসার
কৰ্ম্ম ফল যি সকলে আশা করে সেই সকলে আন দেৱতাক
পূজা করে । বৈষ্ণৱ সকলে কৰ্ম্মর ফল আকাঙ্ক্ষা নকরে,
পূৰ্ব্বজন্মর যি আৰ্জি আহিছে নেয়ে ইব তাত দুখ সুখ
একো নাই কৰ্ম্ম বন্ধর ফল গুছাবও নোৱাবে । দবও
নোৱাবে ।

শিৱক আৱাধনা কৰিলে বিদ্যা উপাৰ্জন হয়, গোমানিক
পূজিলে সম্পত্তি হয়, সূৰ্য্যক আৱাধনা কৰিলে ৰোগ নাশ
হয় গণেশক পূজিলে বিঘ্ন নাশ হয়, বিষ্ণুক আৱাধনা কৰি-
লে মূক্তি পায় । আরু যোগ কৰিলে ভোগ পায়, তপ
কৰিলে বাজা হয়, কৰ্ম্মকৰিলে ফল পায়, ভক্তি কৰিলে
মুক্তি পায় ।

বেদোক্ত মতে কৰ্ম্ম কৰিলে পৰ কালত স্বৰ্গ সুখ হয়,
ক তু স্বৰ্গ সুখ চিব স্থায়ী নহয় । কৰ্ম্মই দুখ নিবৃত্তি কৰিব

নোরাগে, কৰ্ম ফলর নিমিত্তে জীব ঘুরি ঘুরি সংসারলৈ আহিব লাগে । বৈষ্ণৱ সকলে আন দেৱতাৰ পূজা, তপ যপ যোগ যাগ কাকো আদৰ নকৰে, নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্ম কতো এৱে কতো কৰে । আন দেৱতাক নিৰিন্দেও নবন্দে । সকলোকে তুচ্ছকৰি কেৱল ঈশ্বৰৰ চরণত দৃঢ় ভক্তি ৰাখি নাম শ্ৰৱণ কীৰ্ত্তন হলেই অধপতনৰ নিবংশয় । আন কৰ্ম ফলত নিশ্চয় পতন আছে, কিন্তু ইবি ভক্তৰ পতন নাই । ফল কামনা ত্যাগ কৰি সকলো কৰ্ম ঈশ্বৰৰ চরণত অৰ্পণ কৰিলেই ঈশ্বৰৰ সঙ্গ লাভ হয় । বৈষ্ণৱ সকলে ধৰ্ম অৰ্থ, কাম, মুক্ষ এই চতুৰ্গ ছৰ লাগে বুলি পাৰ্থনা নকৰে । কেৱল ঈশ্বৰৰ চরণত অখণ্ডিত ভক্তি আৰু তেওঁৰ চরণ যেন বিস্মৰণ নহয় ইয়াকে পাৰ্থনা কৰে ।

দৃঢ় বিশ্বাস কৰি অতি শ্ৰদ্ধাৰে কায়মনো বাক্যে ঈশ্বৰৰ নাম শ্ৰৱণ কীৰ্ত্তন নকৰি মনত কপট আচাৰে লোকক দেখাই" ৰাম কৃষ্ণ হৰি" ইত্যাদি সহস্ৰ নাম ললেও সিদ্ধি নহয় । ঘোষাত শ্ৰীমাধৱ দেৱে লিখিছে—

শুদ্ধে বা অশুদ্ধে একনাম, শুনেবা ভনেবা মনেন্সরে,

অপৰাধ হিন পুৰুষক শদ্যে তাৰে ।

দেহ ধন জন অৰ্থ লোভে, পামণ্ড বুদ্ধিয়ে যিটো লৱে

সিটো হৰি নামে তাৰিতে শীঘ্ৰ নপাবে ।

✕ নামৰ দশ অপৰাধ । সন্ত নিন্দা, হৰি হৰ ভেদ কৰা, বেদনিন্দা, গুৰু অবজ্ঞা, নামেৰে বাদ কৰা, নাম ধৰ্মক

আন ধৰ্ম্মৰে সমান করা, নামত বলে পাপ করা, শ্রদ্ধা
হীনত নাম দান দিয়া, নাম দান করোতে অহঙ্কার, নামর
মহিমাক উপালম্ব কৰা এইয়ে নামর দণ্ড অপরাধ লগাই
নাম ললে ভক্তি সিদ্ধি নহয় । যদি ভক্তে প্রমাদত থাকি
নামর অপরাধ করে তেন্তে শত বার জগন্নাথ নাম স্মরণ
করি শত বার দন্দরত করিব বা নাম কীর্তন করিব । ঈশ্বর
নাম ললে সাত কার্য সাধে । পাপ নাশ হয় পুণ্য উপজে
বৈবাগ্য জন্মে । ক্লমত প্রেম ভক্তি বাড়ে । বৈষ্ণবী
জ্ঞান জন্মে । দুৰ্জাননা নষ্ট পায় । আরু মায়াক নির্জ্ঞান
করি ক্লমব দেহত লয় পায় ।

যার আত্মা নির্মল পবিত্র ঈশ্বরত একান্ত চিত, তেওঁ
শুদ্ধে বা অশুদ্ধেই লোক বা শূন্যক নিশ্চয় তরিব । যি
দুঃখত, আশাত, ভয়ত, বা ধন জন অর্থ লোভত নাম শ্রবন
কীর্তন করিলেই নামত রুচি হৈ ক্রমে নামত মন মজি
ঈশ্বর নিজর হৃদয়ক প্রকাশ হব ।

ক্লম কথা গুন গারে যিটো শ্রদ্ধা করি ।

অল্প কালে হিয়াত প্রবেশ হোন্ত হরি ॥

হিয়াত হরি প্রবেশ হলে—হরি বুদ্ধি হোরে আপোনাক ।

× × × × ×

বন্ধ চিণ্ডি হোরে আপুনি হরি ।

× × × × ×

তেতিয়া আরু একো বাকি নেথাকে ।

নমস্ত ভুততে তুমি আছ। হৃদয়ত ।

তত্ত্ব নেপায় তোমাক বিচারে বাহিরত ॥

তুমিসে কেরলে সত্য মিছা সবে আন ।

জানি জ্ঞানী গনে কবে হৃদয়ক ধ্যান ॥

হিয়ার বাহিরে হরিক আনত পাবর স্থল নাই ।

ঈশ্বরত ভক্তি করিব খুজিলে দেহর পবা দন্ত, অহঙ্কার
আদি ছয়বিধু খেদাব লাগে ।

তু্যাদপি স্মৃনিচেন তরুরিয় মহিমুনা,

অমানিনা মান দেয় কীর্তনীয়াঃ সদাহরি ।

নিজক ত্বাতকৈ হিন জ্ঞান করিব পারিলেহে ঈশ্বরক
ভজন করিব পারি, বিনয় নহলে ভক্তি কেতিয়াও নহয় ।
নত্ৰকৈ নত্ৰহৈ অন্তরে সৈতে ভক্তি নকরিলে মুখে রাম
নাম উচ্ছারণবো কোনো ফল নহয় । দন্ত অহঙ্কার থা-
কিলে ভক্তি নিমিজে যেনে উখ ভূমিত জল নয় সেই
অনুসারে নিজে ডাক্তরহলে তেওঁক প্রতি পরম ব্রহ্মর কৃপা
কেতিয়াও নহয় । মানুষে বৃক্ষক কাটি চিঙ্গি অনেক
ছলম করিলেও বৃক্ষে তাক সহ্য করে । বৃক্ষর যেনে মহি-
মুতা গুণ আছে ভক্তবো তেনে গুণ থাকিব লাগে ।
গছর ডাল কাটি দিয়া মানুষকো গছে ছায়া দিয়ে । গ-
ছে যেনেকৈ মাত্তির তলত শিপা মেলি খামোচ মাঝি ধরি
রৈ আছে ভক্তেও সেই দরে ঈশ্বর চরণত দৃঢ় ভক্তিরে
এক নিষ্ঠে ভগবন্তত চিত্ত নিবিষ্ট করি বিষয় জঞ্জালত অস্থির

নহৈ ঈশ্বরক ভজনা করিব পারিলেহে ভক্তি সিদ্ধিব ।
মানুষের ধৈর্য্য আকু মহিমুতা নহলে ঈশ্বরের চরণত ভক্তি
সাধন নহয় । নিজের মান যশস্ব্যার বাবে হেপাই নকরি
আন প্রানিক একে ব্রহ্মব অশং বুলি অন্তরে নৈতে আন-
কহে সন্মান করির লাগে । নিজের মান যশ পদ গোঁববর
দন্তত মই ডাক্তর বুলি নিজের উফন্দি থকা জনর ঈশ্বরের চরণ-
ত কেতিয়াও ভক্তি নহয় । কোনো জনে লোকক দেখু
রাই বারিরে বিগিত্ত ভাব প্রকাশ করি মনে যশ পদ গোঁর-
বর চিন্তা থাকিলে তেওঁর ভয়ানক কপট হব, তেনে কপট
হৃদয়ত ভক্তিধ্বজ অঙ্কুরীত নহয় ।

ভক্তি নর বিধ = যেনে—

শ্রবণ কীৰ্ত্তনং বিষ্ণুঃ স্মরণং পদে সেবনম্ ।

অর্চন বন্দনং দাস্যং সখ্য মাত্ম নিবেদনম্

শ্রবণ । সাধু সন্তত হরিকথা আলাপ করি আনর
দ্বাৰাই কীৰ্ত্তন করাই শ্রাবণ লাগে সেয়ে শ্রবণ । শ্রবণ
ভক্তিত পরীক্ষিত তবিছে । কীৰ্ত্তন । ঈশ্বরের নামত মন
মজ্জাই হরিনামর ভাণ্ডার হৃদয়ত রাখি মুখে হবি গুণ গীত
প্রসঙ্গ করাই কীৰ্ত্তন ।

কীৰ্ত্তন পাচ প্রকার হন পারে যেনে—উৎসব, উপাস্ত,
মানস বীহনিবির । উৎসব মানে উঠি গোরা, উপাস্ত
খোলতাল হৃদঙ্গেরে গোরা, মানস সাধু সর্বন বিচার, বির
হিরানাম কীৰ্ত্তন, নিবির বহি প্রসঙ্গ করা । কীৰ্ত্তন ভক্তিত

নামদ ।

স্মরণ—নামকে ঈশ্বরকে একে করি নামর রূপ, ঈশ্বরর রূপ
ছাইকো মিলাই হৃদয়ত চিন্তাই স্মরণ । স্মরণত প্রহ্লাদ

পদ সেবন । অনিত্য অসার সংসারর সুখ ভোগ
পরিত্যাগ করি কেবল ঈশ্বরকে মাঝ মানি ঈশ্বরর চরণ
সাধুর সঙ্গত চিনিলে পদ পঙ্কজত সেবিব পবাই পদ সেবন ।
পদ সেবনত অস্ববিষ বাজা ।

অর্চন—ঈশ্বরক পুজার অর্থে জল পুষ্প নৈবেদ্য আদি ধন,
জন, ঐশ্বর্য্য, বিভূতি, বল, পুত্র, ভাৰ্য্যা, সমন্বিতে ঈশ্বর
সোপাই দিয়াই অর্চন । গজেন্দ্র অর্চনত । ঘোষাত
ঐশ্বর্য্য বিভূতি বলসমে, জানে মোক ঘিটো নরোত্তমে,
সিয়ো তৈল মোব ময়ো তৈলো তার বশ্য ।

এনেকেই সকলো ঐশ্বর্য্য বিভূতি ঈশ্বরক অর্চন
নকরি তাত আশক্ত থাকিলে ভক্তি নহয় ।

দাস্য—চাকরে যেনে দরে কাম করি গিরিহঁতর
উন্নতিব ভাগ চাকরব নহয় । ঈশ্বরব চরণত তেওঁর
দানবো দাস ভাবি অনিত্য শবীৰত যত পারে কৰ্ম্ম করি
ঈশ্বরর চরণত অর্পণা করাই দাস্য ভাব । দাস্যত উদ্ধব ।

সখিত্ব—ঈশ্বরকে পরম সুহৃদ বন্ধু বুলি বিশ্বাস করিব
প্রকৃত বন্ধুবে যেনেকৈ বন্ধুক কোনো সঙ্কটত নেরে সেই
দরে হরিক পবন বান্ধব বুলি বিশ্বাস করিলে ঈশ্বরে ভক্তক
কেতিয়াও নেরে । সখিত্বত অর্জুন ।

নহৈ ঈশ্বরক ভজনা করিব পারিলেহে ভক্তি সিদ্ধিব ।
মানুষব ধৈর্য্য আকু মহিষুতা নহলে ঈশ্বরর চরণত ভক্তি
সাধন নহয় । নিজে মান যশস্ত্যার বাবে হেপাই নকরি
আন প্রানিক একে ব্রহ্মব অশং বুলি অন্তরে সৈতে আন-
কহে গন্মান করির লাগে । নিজর মান যশ পদ গোঁবব
দন্তত মই ডাকুর বুলি নিজে উফন্দি থকা জ্ঞানর ঈশ্বরর চরণ-
ত কেতিয়াও ভক্তি নহয় । কোনো জনে লোকক দেখু
রাই বারিরে বিগিত ভাব প্রকাশ করি মনে যশ পদ গোঁর-
বর চিন্তা থাকিলে তেওঁর ভয়ানক কপট হব, তেনে কপট
হৃদয়ত ভক্তিব্রজ অকুরীত নহয় ।

ভক্তি নর বিধ = যেনে—

শ্রবণ কীর্তনং বিষ্ণুঃ শ্রবণং পদে সেবনম্ ।

অর্চন বন্দনং দাস্যং সখ্য মাত্ম নিবেদনম্

শ্রবণ । সাধু নন্দত হরিকথা আলাপ করি আনর
দ্বাৰাই কীর্তন করাই শ্রাবণ লাগে মেয়ে শ্রবণ । শ্রবণ
ভক্তিত পরীক্ষিত তবিছে । কীর্তন । ঈশ্বরর নামত মন
মজাই হরিনামর ভাঙার হৃদয়ত রাখি মুখে হবি গুণ গীত
প্রসঙ্গ করাই কীর্তন ।

কীর্তন পাচ প্রকার হন পারে যেনে—উৎসব, উপাস্ত,
মানস বীথিনিবির । উৎসব মানে উঠি গোরা, উপাস্ত
খোলতাল হৃদয়ে গোরা, মানস সাধু সবর বিচার, বির
হিরানাম কীর্তন, নিবির বহি প্রসঙ্গ করা । কীর্তন ভক্তিত

নাবদ ।

স্মরণ—নামকে ঈশ্বরকে একে করি নামর রূপ, ঈশ্বরর রূপ
ছাইকো মিলাই হৃদয়ত চিন্তাই স্মরণ । স্মরণত প্রহ্লাদ

পদ সেবন । অনিত্য অমার সংসারর সুখ ভোগ
পরিত্যাগ করি কেবল ঈশ্বরকে সাব মানি ঈশ্বরর চরণ
সাধুর সঙ্গত চিনিলে পদ পঙ্কজত সেবিত পবাই পদ সেবন ।
পদ সেবনত অম্ববিষ বাজা ।

অর্চন—ঈশ্বরক পুজার অর্থে জল পুষ্প নৈবেদ্য আদি ধন,
জন, ঐশ্বর্য্য, বিভূতি, বল, পুত্র, ভাৰ্য্যা, সমন্বিতে ঈশ্বর
গোদাই দিয়াই অর্চন । গজেন্দ্র অর্চনত । ঘোষাত
ঐশ্বর্য্য বিভূতি বলসমে, জানে মোক ঘিটো নরোত্তমে,
সিয়ো তৈল মোব ময়ো তৈলো তার বশ্য ।

এনেকেই সকলো ঐশ্বর্য্য বিভূতি ঈশ্বরক অর্চন
নকরি তাত আশক্ত থাকিলে ভক্তি নহয় ।

দাস্য—চাকবে যেনে দরে কাম করি গিরিহঁতর
উন্নতিব ভাগ চাকরব নহয় । ঈশ্বরর চরণত তেওঁর
দানবো দাস ভাবি অনিত্য শবীবত যত পারে কৰ্ম্ম করি
ঈশ্বরর চরণত অর্পণা করাই দাস্য ভাব । দাস্যত উদ্ধর ।

সখিত্ব—ঈশ্বরকে পরম সুহৃদ বন্ধু বুলি বিশ্বাস করিব
প্রকৃত বন্ধুত্বে যেনেকৈ বন্ধুক কোনো সঙ্কটত নেরে সেই
দরে হরিক পবন বান্ধব বুলি বিশ্বাস করিলে ঈশ্বরে ভক্তক
কেতিয়াও নেরে । সখিত্বত অর্জন ।

যোষা ত লিখিছে—পুরুষ নহিতে সখিত্ব করিয়া চলয়
হরির কাছে । ঈশ্বর পুরুষের নৈতে সখিত্ব করিলে নিশ্চয়
হরিক পায় ।

আত্মনিবেদন—নিজের আত্মা ক ঈশ্বরমানি, ঈশ্বরকে
আত্মাকে মিল কবি আত্মাই ঈশ্বর, ঈশ্বরেই আত্মা বুলি
ভাবি একান্ত ভাবে ঈশ্বরক নিজের আত্মা অর্পণ করি দিব
পারিলেই ঈশ্বরের লগত দেহের অভিন্ন ঘটে এইয়ে আত্ম-
নিবেদন ।

বন্দন—সকলো প্রানীক ঈশ্বরময় দেখি এক চিত্তে ঈশ্বর
ভারে নমস্কার কবাই বন্দন । বন্দনত শুক্লব ।

রত্নারলী—আছে সংসারত আনো বস্তু যত যত ।

কৃষ্ণক দেখিব মাত্র মনে সমস্তত ॥

হবিব শরীর ইটো হেন বুদ্ধি কবি ।

সবাহাক্ষে নমস্কার করিব সাদরি ॥

এই নর বিধেই ভক্তির মূল, ইয়াকে সাধুর সঙ্গত
পদার্থের তত্ত্ব বুজি একান্ত মনে আছরিব পারিলেই ভক্তি
নিকি হয় । ভক্তি নর বিধর ভিতরত আর তিনি বিধ
নার যেনে—নিগু'না, কেবলা, সপ্রেমা ।

বার বৈষ্ণবের ভিতরত কপিল, হর, সনক, শুক, এই চারি
জন নিগু'না । ব্রহ্মা, মনু, নারদ, যম এই চারিজন কেবলা ।
প্রহ্লাদ, বলী, ভীষ্ম, জ্ঞানেক এই চারি জন সপ্রেমা । এই
তিনি বিধর এনিধ-সাধুর সঙ্গত বুজি ললে তরণর উপায় হয় ।

নলিনী দলগত তবল তদজীরন মতি চয় চপলং
ক্ষণমিহ নজ্জন নঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবে তরনে
নৌকা।

পদ্ম পত্রর জল বেনে অস্থির জীবনো তেনে অস্থির
নেই বাবে থিলস্ব নকরি ভব তবির কাবনে নাধুর নঙ্গ
লোরা উচিত। নাধুর নঙ্গ নাধুর নঙ্গ কয়, লোরা মাত্র
নাধুর নঙ্গ নরী সুখ হয়।



ତୃତୀୟ ଆଧ୍ୟା

ବାବ ଗୋପାଳ ।

ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ, ଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସୁବଳ, ସୁଦାମ, । ଶ୍ଵସତ୍ତ, ବିଶାଳ,
ବରୁଥପ, ବସୁଦାମ ଭଦ୍ରସେନ, ଅର୍ଜୁନ, ଶ୍ରୀଦାମ, ଦାମ ।

ଚୌଧ ପାରିଷଦ ।

କୁମୁଦାକ୍ଷ, ପୁଷ୍ପାଦନ୍ତ, ବିଷ୍ଣୁକ ସେନ, ଜୟ, ଜୟନ୍ତ, ଗରୁଡ, ନନ୍ଦ,
ସୁନନ୍ଦ, ବିଜୟ, ମାନ୍ବତ, ଶ୍ରୀରାମ, ଉଦ୍ଧରଣ, ଶ୍ରୀ ୩ ଦେବ, କୁମୁଦ ।

ବାର ବୈଷ୍ଣବ ।

ନାରଦ, ଶ୍ରୀହରୀ, ଭୀଷ୍ମ, ଶୁକ, ମନୁ, ହବ, ବ୍ରହ୍ମା, ବାଳି,
ଯମ, ଜନକ, କପିଳ, କୁମାର ।

ଛଅ ଭକ୍ତ ।

ଉଦ୍ଧବ, ମୈତ୍ରେୟ, ଜାହ୍ନବୀ, ବିଭିଷଣ, ହନୁମନ୍ତ, ବିଦୁର ।

ଶଙ୍କର ଅବତାରର ଶ୍ରୀୟ ଲଗତେ ବାର ଗୋପାଳ, ଚୌଧ
ପାରିଷଦ ଛଅଭକ୍ତ, ମାଳାକାର, ବେଶାକାର ଆଦିକରି କଳିତ
ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରର ଅର୍ଥେ ମାଧୁ ମନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଅବତାର ହିଁ ଠାୟେ ଠାୟ
ମତ୍ର ପାତ୍ର ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାବ । ଯଦୁ ବଂଶ ମକଳେ ପୂର୍ବେ ଭୋଗ
କରିବଲେ ନେପାଳେ ତେଣୁ ଲୋକ ଅକାଳତେ ଧର୍ମ ପାୟ ମେହି
ଯଦୁବଂଶ ମକଳେହି କ୍ରମାନ୍ତରେ ଆହି ମନ୍ତ୍ରମକଳର ଗୃହତ ଜନ୍ମ ଧରି
ଧର୍ମପ୍ରବର୍ତ୍ତାବ ଯୋଗା ଶିଖର କୃଷ୍ଣର ନିଜ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ।

ବୈକୁଣ୍ଠର ନାମ ଧର୍ମ, ଶରଣ, ମଙ୍ଗଳ, ପୃଥିବୀର ଯିଷି
ଠାହିତ ପ୍ରଚାର କରି ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁହକ ଧର୍ମଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦିରେ

সেই ঠাইর লগত বৈকুণ্ঠর সম্বন্ধ সূত্র থকাৰ বাবেই “সূত্র”
বুলি কয় । অশরণীয় জীৱক যত শরণ হব পাৰে সেয়ে
সূত্র, আৰু অসঙ্গী জীৱই যত সংসঙ্গ বা সাধু সঙ্গ লাভ
কৰি ঈশ্বৰৰ সঙ্গ প্ৰাপ্ত হয় সেয়ে সূত্র, যাক সূত্র বোলে
তাত এই তিনিটি গুণ থাকিব লাগে । ৫০২৪/অ:

ঋগ, যজু, অথৰ্ব সাম ।

চতুৰ্থ বিভাগ বেদৰ নাম ॥

~~৫০২৫/অ:~~

ইয়াৰ ভিতৰত ঋগ, যজু, সাম এই তিনি বেদৰ
মতানুসাৰেই হিন্দুৰ ধৰ্ম কাৰ্য্য পৰি চালিত হয় ।

চাৰিও বেদৰ চাৰি অক্ষৰ, সাত কাটি আনি ব্ৰহ্মাদেৱে

বেদত কৰিয়া থৈলা নাৰায়ণ বাণী ।

না” ঋগো, যজুৰো বা” পী সামো য” পৰিকীৰ্ত্তিতা ।

অথৰ্কেদে ন” সাম্প্ৰোক্তা মুনয়ো বদন্তি নাৰায়ণ ইতি স্মৃতা

যেনে ঋগবেদৰ না” যজুৰ্কেদৰ ৰ” অথৰ্ব বেদৰ” সাম

বেদৰ ৭” এই চাৰি বেদৰ চাৰি অক্ষৰে নাৰায়ণ নাম ।

বেদৰ সাত নাৰায়ণ নাম ভিন্ন বেদত আৰু একো বস্তু

ভাঙ্গৰ নাই । শব্দ, চক্ৰ, গদা, পদ্ম চাৰি অস্ত্ৰ ধৰি ভগ-

বস্তু অৱতাৰ হৈছে সেইচাৰি অস্ত্ৰই চাৰি বেদ চাৰিনাম

চাৰিশৰণ । যেনে জ্ঞান বিজ্ঞান, তদং বহন্য । না”

হৈছে জ্ঞান, ৰা” হৈছে বিজ্ঞান, য’হৈছে তদং ন” হৈছে

বহন্য । জ্ঞানে গুৰু, বিজ্ঞানে শাস্ত্ৰ, প্ৰেমভক্তিয়ে বহন্য,

তদং সাধু সঙ্গত কীৰ্ত্তন । না” অনিশ্চয় জগৎ অৰ্থাৎ তৰ্ক

শাস্ত্র, বা, অক্ষর পরম ব্রহ্ম মিমাংসা শাস্ত্র, য' ন্যায় শাস্ত্র ।
 ৭" ভগবৎ এই নারায়ণ নামে চারি অস্ত্র চারি শিক্ষা ।
 ওঁ শব্দে তিনি বেদকে বুজায় যেনে—ওম, অ+উ+ম=
 ওঁম, অকার ঋগবেদশেষে, উকারো যজু বেদে ।
 ম, কারো সাম বেদন্যাং ত্রিযুক্তে প্যথর্কন । ওঁ—অ+উ
 +ম অ-সৃষ্টি শক্তি ব্রহ্মা । উ-পালন শক্তি বিষ্ণু । ম
 প্রলয় শক্তি মহেশ্বর । ওঁ শব্দ উচ্ছারণ করিলে সৃষ্টিকর্তা,
 পালনকর্তা, সংহার কর্তা এই ত্রি শক্তি স্বরূপ যি অদ্বিতীয়
 ব্রহ্ম তেওঁরেই পরমেশ্বর । স্বর্গ, পৃথিবী, পাতাল তিনি ব্রহ্মা
 গুর সকলোবোর বস্তুরেই যাব মূর্তি স্বরূপে, যিজনাই
 গোটেই ব্রহ্মাণ্ডত ব্যাপী আছে এই জনকে অদ্বিতীয়
 পরম ব্রহ্ম বোলে । ব্রাহ্মণ সকলে এওঁকে সঙ্ক্যা বা গা-
 যত্রী রূপে সদাই ধ্যান কবে । ভক্ত সকলেও এই জনাকে
 সদাই ধ্যান কবে ।

ব্রহ্ম তিনি প্রকার, ব্রহ্ম, পরমব্রহ্ম, অভয়ব্রহ্ম । ব্রহ্মাব
 নির্মিত দেহা বাবে এই দেহাকে ব্রহ্ম মানিব । পৰম ব্রহ্ম
 জীৱ, অভয়ব্রহ্ম পরমাত্মা ।

সত্ত্ব গুণে বিষ্ণু, রজ্জ গুণে ব্রহ্মা, তমো গুণে মহেশ্বর এই
 তিনিকে জ্ঞান, বিজ্ঞান তদং অর্থাৎ নাম গুরু দেৱ ভকত
 তিনি রূপে স্থিরকরে । রজ্জ গুণে জ্ঞান, জ্ঞানে গুরু,
 তমো গুণে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানে দেৱ, সত্ত্ব গুণে তদং, তদঙ্গে
 'নর ভক্ত সকলে নাম গুরু দেৱ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র তিনি-

কো একে করি অর্থাৎ তিনিকো একত্র করি রহস্যত যপ করে অর্থাৎ ভাগরতত ।

ভক্ত সকলর যপ গুরু সেউরা শরণ, ভজন, ভক্তি আচরণ, প্রবর্তন বেদর সার বস্তু । যিসকলে বেদর সার তত্ত্ব হৃদয়ত ধ্যান করি নারায়নাদি চারিবর্গর নাম গুরু দের ভকত আরু শরণ সৎ সঙ্গ ভজন ভক্তি-প্রদানকরি জীৱক সঙ্গতি দিব পারে সেই সদ গুণীয়া সকলক গোস্বাম বোলে । গো শব্দে বেদ, মানে জ্ঞান, জ্ঞানেই গুরু বেদর সার মূল বীজ ঈশ্বর নাম সেই নামরে যিসকল গরাকী হৈ লোক সমূহক দি জীৱ তরণর উপায় করিছে সেয়ে গোস্বামী ।

শ্রীমদ্ভাগরতত গুরু মুনিয়ে আন ধর্মক আদরনকরি বিধর্ম সকলোতকৈ গরিষ্ঠ বুলিছে তাক প্রমান করিবর নিমিত্তে ।

চারিও বেদক ব্রহ্মায়ে আনি ।

বিচারিলা তিনি বার প্রমানি ॥

এহি মানে মাত্র করিলা সার ।

হরি কীর্তনেসে তবে সংসার ॥

মোকে কিনা কিনা হবি মোকে কিনা কিনা । আন ধন নলাগয় নাম ধন বিনা । যি নামর শবণ বা নাম ধর্ম দি জীৱক কিনিব পাৰিছে সেয়ে গোস্বামী ।

বেদতত্ত্ব সারক হৃদয়ে করি ধ্যান ।

• ঈশ্বরর রূপ বিনে নিচিহ্ন আন ॥

শাস্ত্র, বা, অক্ষর পরম ব্রহ্ম মিমাংসা শাস্ত্র, য' ন্যায় শাস্ত্র ।
 ৭' ভগবৎ এই নারায়ণ নামে চারি অস্ত্র চারি শিক্ষা ।
 ওঁ শব্দে তিনি বেদকে বুজায় যেনে—ওম, অ+উ+ম=
 ওঁম, অকার ঋগবেদশেষ, উকারো যজু বেদ ।
 ম, কারো সাম বেদন্যাং ত্রিযুক্তে প্যথর্কন । ওঁ—অ+উ
 +ম অ-সৃষ্টি শক্তি ব্রহ্মা । উ-পালন শক্তি বিষ্ণু । ম
 প্রলয় শক্তি মহেশ্বর । ওঁ শব্দ উচ্ছারণ করিলে সৃষ্টিকর্তা,
 পালনকর্তা, সংহার কর্তা এই ত্রি শক্তি স্বরূপ যি অদ্বিতীয়
 ব্রহ্ম তেওঁরেই পরমেশ্বর । স্বর্গ, পৃথিবী, পাতাল তিনি ব্রহ্মা
 গুর সকলোবোর বস্তুরেই যাব মূর্তি স্বরূপে, যিজনাই
 গোটেই ব্রহ্মাণ্ডত ব্যাপী আছে এই জনকে অদ্বিতীয়
 পরম ব্রহ্ম বোলে । ব্রাহ্মণ সকলে এওঁকে সঙ্ক্যা বা গা-
 যত্রী রূপে সদাই ধ্যান কবে । ভক্ত সকলেও এই জনাকে
 সদাই ধ্যান কবে ।

ব্রহ্ম তিনি প্রকার, ব্রহ্ম, পরমব্রহ্ম, অভয়ব্রহ্ম । ব্রহ্মাব
 নির্মিত দেহা বাবে এই দেহাকে ব্রহ্ম মানিব । পবন ব্রহ্ম
 জীৱ, অভয়ব্রহ্ম পরমাত্মা ।

সত্ত্ব গুণে বিষ্ণু, রজ্জ গুণে ব্রহ্মা, তমো গুণে মহেশ্বর এই
 তিনিকে জ্ঞান, বিজ্ঞান তদং অর্থাৎ নাম গুরু দেব ভকত
 তিনি রূপে স্থিরকরে । রজ্জ গুণে জ্ঞান, জ্ঞানে গুরু,
 তমো গুণে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানে দেব, সত্ত্ব গুণে তদং, তদঙ্গে
 'নর ভক্ত সকলে নাম গুরু দেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র তিনি-

কো একে করি অর্থাৎ তিনিকো একত্র করি রহস্যত যপ করে অর্থাৎ ভাগরতত ।

ভক্ত সকলর যপ গুরু সেউরা শরণ, ভজন, ভক্তি আচরণ, প্রবর্তন বেদর সার বস্তু । যিসকলে বেদর সার তত্ত্ব হৃদয়ত ধ্যান করি নারায়নাদি চারিবর্ণর নাম গুরু দেব ভকত আরু শরণ সৎ সঙ্গ ভজন ভক্তি-প্রদানকরি জীৱক সমগতি দিব পারে সেই সদ গুণীয়া সকলক গোস্বাম বোলে । গো শব্দে বেদ, মানে জ্ঞান, জ্ঞানেই গুরু বেদর সার মূল বীজ ঈশ্বরবদ নাম সেই নামরে যিসকল গরাকী হৈ লোক সমূহক দি জীৱ তরণর উপায় করিছে সেয়ে গোস্বামী ।

শ্রীমদ্ভাগবতত গুরু মুনিয়ৈ আন ধর্মক আদরনকরি বিধর্ম সকলোতকৈ গরিষ্ঠ বুলিছে তাক প্রমান করিবব নিমিত্তে ।

চারিও বেদক ব্রহ্মায়ে আনি ।

বিচারিলা তিনি বার প্রমানি ॥

এহি মানে মাত্র করিলা সার ।

হরি কীৰ্ত্তনেসে তবে সংসার ॥

মোকে কিনা কিনা হবি মোকে কিনা কিনা । আন ধন নলাগয় নাম ধন বিনা । যি নামর শবণ বা নাম ধর্ম দি জীৱক কিনিব পাৰিছে সেয়ে গোস্বামী ।

বেদতত্ত্ব সারক হৃদয়ে করি ধ্যান ।

• ঈশ্বরর রূপ বিনে নিচিহ্নত আন ॥

বেদর ঈশ্বর ঈশ্বরো কর্ম করে ।

জানিবা নিজনে গোস্বামীর নামধৰে ॥

যি পুরুষ জনে কর্ম বন্ধনর মূলদুর্কাসনা দূরকরি ঈশ্বরত
ভক্তি জন্মায় ভক্তিত ঈশ্বরক বশ্য করাই, সুবাসনাক আশ্রয়
করাই কৃপতি পুরুষকে মুক্ষ লাভ করাব পারে সেয়ে সন্ত
যি জনর কৃপা নহলেই পুরুষে গতি লাভ করিব নোরাগে
সেই জনকে নর্জ্ঞন বা সন্ত বোলে । যোষাত যেনে

সুবাসনা দুর্কাসনা দুই, বন্ধর মুক্ষর মূল হেতু,

শুনা যেন মতে ওপজয় পুরুষত ।

সন্তর কৃপাত সুবাসনা, সুখে পুরুষক পারে জানা,

হোরে দুর্কাসনা সন্তর মন কোপত ॥

সকলো কামনা পবিত্যাগ করি এক মাত্র কৃষ্ণর পদ পঙ্কজত
মন মজাই যি জনে ঈশ্বরকভঞ্জে আর বেদোক্তমতে কেবল
ঈশ্বর কৃষ্ণক সার মানি ভজন ভক্তির ব্যবস্থা পালন করি
তেওঁর সেউরাকে সুখবুলি মানি সন্তোষ মনে সদাই সেউ-
রার রস পান করি সুখ ভোগ করিছে সেয়ে মহন্ত । যি
মহৎ গুণত ইহ কালর পাপ শরীরর পবা পরিত্রান করাই
পর কালত পরম পবিত্র ঠাই প্রাপ্ত করাই সেয়ে মহন্ত ।

যোষাত-কৃষ্ণ পদ মাত্র সেবা করে, সমস্ত কামনা পরিহরে

বেদ ব্যবহার কদাচিতো নলজয় ।

কৃষ্ণ পদ সেবা সুখমনে, করে অনুভব সর্বক্ষনে,

ইহাকে মহন্ত বুলিয়া জানা নিশ্চয়ে ॥

বেদর শিকুরত্ৰ গীতাকে আদি করি সকলো শাস্ত্রর তত্ত্ব
জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করি আত্মা রূপী পনম ব্রহ্ম
ঈশ্বরক লগ পায় যি পদ সেউবা করি সদাই উপাসনা করে
সেয়ে গোসাঞী । এনে শিক্ষা যি লোকক দিব পারে
সেয়ে গোসাঞী ॥

গো পদে বেদ, শিকুরত্ৰ ভাগে

মোহোর পদ নেবয় ।

মা পদে গীতা, আদি শাস্ত্র সা

মোক নিতে উপাসয় ॥

১ পদে ব্রহ্মা, তুমি আদি করি

আত্মারূপে আছোময়

এই হেতু ব্রহ্মা, গোসাঞীর নামর

কহিলো দিব্য অশ্রয় ।

বেদ-ঈশ্বরর বাক্য (গীতা)

পরমার্থ মতে ঈশ্বর পরিচয়, জীব পরিচয়, নাম পরিচয়,
গুরু পরিচয় ভক্ত পরিচয়, অন্ন পরিচয়, এই ছয় পরিচয়
করাই অধিকজীব সমূহক শরণ সংসঙ্গ করোয়া জনেই সত্ত্ব
অধিকাৰ । জীব সমূহক মহাধর্মর জ্ঞান দিব পরা অসীম
শক্তি থকাৰ বাবেই অধিকার । শ্রীশঙ্কর দেবর প্রচারিত ধর্মর
তত্ত্বজি নিজর শরীর ধর্মময়ী হৈ ধর্মর বলত (শবণ,
ভজন ভক্তি,) পব কালত জীবক তারিব পরা জনে
ধীকার ।

বেদর ঈশ্বর ঈশ্বরো কৰ্ম কৰে ।

জানিবা নিজনে গোস্বামীৰ নামধৰে ॥

যি পুরুষ জনে কৰ্ম বন্ধনৰ মূল দুৰ্কাগনা দূৰকৰি ঈশ্বরত
ভক্তি জন্মায় ভক্তি ত ঈশ্বৰক বশ্য কৰাই, সুবাসনাক আশ্রয়
কৰাই কৃপতি পুরুষকো মুক্ষ লাভ কৰাব পাৰে সেয়ে সন্ত
যি জনৰ কৃপা নহলেই পুরুষে গতি লাভ কৰিব নোৱাৰে
সেই জনকে নৰ্জুন বা সন্ত বোলে । বোঝাত যেনে

সুবাসনা দুৰ্কাগনা দুই, বন্ধন মুক্ষৰ মূল হৈতু,

শুনা যেন মতে ওপজয় পুরুষত ।

সন্তৰ কৃপাত সুবাসনা, সুখে পুরুষক পাৰে জানা,

হোৱে দুৰ্কাগনা সন্তৰ মন কোপত ॥

সকলো কামনা পৰিত্যাগ কৰি এক মাত্ৰ কৃষ্ণৰ পদ পঙ্কজত
মন মজাই যি জনে ঈশ্বৰক ভজে আৰু বেদোক্তমতে কেবল
ঈশ্বৰ কৃষ্ণক সার মানি ভজন ভক্তিৰ ব্যবস্থা পালন কৰি
তেওঁৰ সেউৱাকে সুখবুলি মানি সন্তোষ মনে সদাই সেউ-
ৱাৰ রস পান কৰি সুখ ভোগ কৰিছে সেয়ে মহন্ত । যি
মহৎ গুণত ইহ কালৰ পাপ শরীৰৰ পৰা পৰিত্ৰান কৰাই
পৰ কালত পৰম পবিত্ৰ ঠাই প্রাপ্ত কৰাই সেয়ে মহন্ত ।

যোষাত-কৃষ্ণ পদ মাত্ৰ সেৱা কৰে, সমস্ত কামনা পৰিহৰে
বেদ ব্যৱহাৰ কদাচিতো নলজয় ।

কৃষ্ণ পদ সেৱা সুখমনে, কৰে অনুভব সৰ্বক্ষনে,

ইহাকে মহন্ত বুলিয়া জানা নিশ্চয়ে ॥

বেদৰ শিক্ৰৱত্তি গীতাকে আদি কৰি সকলো শাস্ত্ৰৰ তত্ত্ব
জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম কৰি আত্মা ৰূপী পনম ব্ৰহ্ম
ঈশ্বৰক লগ পায় যি পদ সেউৱা কৰি সদাই উপাসনা কৰে
সেয়ে গোসাঞী । এনে শিক্ষা যি লোকক দিব পাৰে
সেয়ে গোসাঞী ॥

গো পদে বেদ, শিক্ৰৱত্তি ভাগে

মোহোৱা পদ সেৱয় ।

সো পদে গীতা, আদি শাস্ত্ৰ সো

মোক নিতে উপাসয় ॥

পদে ব্ৰহ্মা, তুমি আদি কয়ি

আত্মাৰূপে আছোময়

এই হেতু ব্ৰহ্মা, গোসাঞীৰ নামৰ

কহিলো দিব্য অখয় ।

বেদ-ঈশ্বৰৰ বাক্য (গীতা)

পৰমার্থ মতে ঈশ্বৰ পৰিচয়, জীৱ পৰিচয়, নাম পৰিচয়,
গুৰু পৰিচয় ভক্ত পৰিচয়, অন্ন পৰিচয়, এই ছয় পৰিচয়
কৰাই অধিকজীৱ সমূহক শরণ সংসঙ্গ কৰোৱা জনেই সত্ৰৰ
অধিকাৰ । জীৱ সমূহক মহাধৰ্ম্মৰ জ্ঞান দিব পৰা অসীম
শক্তি থকাৰ বাবেই অধিকাৰ । শ্ৰীশঙ্কৰ দেৱৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্ম্মৰ
তত্ত্ববিজ্ঞ নিজৰ শৰীৰ ধৰ্ম্মময়ী হৈ ধৰ্ম্মৰ বলত (শৰণ,
ভজন ভক্তি,) পৰ কালত জীৱক তাৰিথ পৰা জনে
ধীকাৰ ।

ব্রহ্ম বিরাট ক্ষুদ্র বিরাট, কিন্তু ক্ষুদ্রবিরাট দেহকে বোলে । ব্রহ্ম জ্ঞানত বিচার করিলে ব্রহ্ম বিরাটের তাবৎ স্থিতি নিজের শরীরতে পায় । তেনে শরীরক শরণ কালর পরা গুরুত অর্পণা করি গুরুর অধীনত থাকার বাবে শিষ্যো প্রাতি বচরে গুরুক কহদি ॥ হয় । বিত্ত ক্ষয়ে পাপ ক্ষয় হয়; পাপ ক্ষয়েই প্রায়শ্চিত্ত হয় । প্রাতি বচরে অজ্ঞান কৃত শিষ্যের অপরাধি, অজ্ঞান কৃত পাপ ক্ষয়র কাবনে বি অর্থ দণ্ড গুরুক দিয়া হয় তাকে কহবোলে । এই কর গুরুত অর্পণ নকরিলে বৎ সরিক কৃত পাপত অন্তি থাকে গুরুর পরিবর্তে গুরুর পুত্র, ভাতু আদি যি ধর্মের অধিকার হয় তাব গরাকী মেয়ে হয় ।

গুরু পরিবর্তে এই কর গুরুর পত্নীক অর্চনা করিব । গুরু পত্নীর পরিবর্তে গুরুর পুত্রক । পুত্র অভাবে গুরুর দুহিত্রীক । দুহিত্রীর পরিবর্তে গুরুর বংশক অর্পণা করিব গুরু বংশর পরিবর্তে গুরুর মাতামহ । মতামহর পরিবর্তে গুরু কুলজাত সকলক অর্চনা করিব । গুরুবৎ গুরু পুত্রের বুলি ভাবিব । গুরুভার্য্যাক লক্ষ্মী সরস্বতী বুলি ভাবিব

কলি যুগত সন্তরূপে যাদবি বংশ সকলে অবতার হৈ জীর সকলক তারিব । সেই সকলর লক্ষণ অতি সুক্ষ্ম । সেই সকলর মনত মায়া, মোহ, ক্রোধ, হিংসা, কাম, দ্বেষ একো না থাকিব । সকলোকে আত্মা স্বরূপে দয়া করিব । দাতা, চোর, ব্রাহ্মন, চাণ্ডাল, সাধু, নীচ ইয়ার প্রভেদ

মেরানি ভক্তি পঠিত সকলোকে বিষ্ণু বুদ্ধি করি শিষ্যক
মহাজ্ঞান দেখাব। হৃদয়ত ঈশ্বর রূপ, মুখত ঈশ্বর
নাম সততে মেরিব। সুখ দুঃখ সমতুল্য মানিব, শত্রু
মিত্র কাকো পক্ষপাত নকরিব। আন দেহক নিমিন্দ্র,
নবন্দ্রিব, তপ যপ কাকো আদর নকরিব এক ঈশ্বরত বি-
স্থান, পুত্র ভাৰ্য্যা বিষয়ত স্নেহ এরিব। গোটেই জগত
বিষ্ণু ময় দেখি সদাই তুষ্ট থাকিব নিজে হৃদিপৰ্যায়ন হব
আনকো দিব্য জ্ঞান দিব। সকলো প্রাণীক আত্মা সম
বিষ্ণু তুল্য দেখিব। এনে জ্ঞান আন সকলর হৃদয়ত ধরাই
হরিত ভাৰ্তি জন্মাই জীৱক যি তারিব সেই জনেই নিজ গুরু
জগতর পিতৃস্বরূপ।

যিটো কলি যুগ হরি আনকো বোলাব।

আপুনিও হরিব চরিত্র সদা গারে ॥

জীৱন্তে মুকুতি তারা সব সাধু জন।

কৃষ্ণ যশ রসত নিবীর প্রাণ মন ॥

হেনয় সাধুক সেবি বুদ্ধি মন্ত নব।

বৈকুণ্ঠ লভয় জন্ম নাহি তাসম্ভাব ॥

মোর গুণ নাম যশ কীর্তন করন্ত।

মোর রূপ বিনে আন মনে নধরন্ত ॥

মোর আজ্ঞা ধৰ্ম্মক প্রকাশে সৰ্ব্বক্ষণে।

বৈকুণ্ঠর নিজ পদ দেখারে যতনে ॥

মোর ধৰ্ম্ম পুত্র অংশ জানিবাহা তুমি।

ব্রহ্ম বিরাট ক্ষুদ্র বিরাট, কিন্তু ক্ষুদ্রবিরাট দেহকে বোলে । ব্রহ্ম জ্ঞানত বিচার করিলে ব্রহ্ম বিরাটের তাবৎ স্থিতি নিজের শরীরতে পায় । তেনে শরীরক শরণ কালর পরা গুরুত অর্পণা করি গুরুর অধীনত থাকার বাবে শিষ্যে প্রতি বচরে গুরুক কহদি ॥ হয় । কিন্তু ক্ষয়ে পাপ ক্ষয় হয়; পাপ ক্ষয়েই প্রায়শ্চিত্ত হয় । প্রতি বচরে অজ্ঞান কৃত ঈশ্বরর অপরাধি, অজ্ঞান কৃত পাপ ক্ষয়র কাষনে বি অর্থ দণ্ড গুরুক দিয়া হয় তাকে কহবোলে । এই কর গুরুত অর্পণ না করিলে বৎ মরিক কৃত পাপত অঙ্কুচি থাকে গুরুর পরিবর্তে গুরুর পুত্র, ভাতৃ আদি যি ধর্মর অধিকার হয় তাব গরাকী মেয়ে হয় ।

গুরু পরিবর্তে এই কর গুরুর পত্নীক অর্চনা করিব । গুরু পত্নীর পরিবর্তে গুরুর পুত্রক । পুত্র অভাবে গুরুর দুহিত্রীক । দুহিত্রীর পরিবর্তে গুরুর বংশক অর্পণা করিব গুরু বংশর পরিবর্তে গুরুর মাতামহ । মতামহর পরিবর্তে গুরু কুলজাত সকলক অর্চনা করিব । গুরুবৎ গুরু পুত্রের বুলি ভাবিব । গুরুভার্য্যাক লক্ষ্মী সরস্বতী বুলি ভাবিব

কলি যুগত সন্তরূপে ষাদবি বংশ সকলে অবতার হৈ জীর সকলক তারিব । সেই সকলর লক্ষণ অতি সুস্পষ্ট । সেই সকলর মনত মায়া, মোহ, ক্রোধ, হিংসা, কাম, দ্বেষ একো না থাকিব । সকলোকে আত্মা স্বরূপে দয়া করিব । দাতা, চোর, ব্রাহ্মন, চাণ্ডাল, সাধু, নীচ ইয়ার প্রভেদ

মেরাশি ভক্তি পঠিত সকলোকে বিষ্ণু বুদ্ধি করি দিব্যক
মহাজ্ঞান দেখাব। হৃদয়ত ইশ্বরর রূপ, মুখত ইশ্বরর
নাম সততে মেরিব। সুখ দুঃখক সমতুল্য মানিব, শত্রু
মিত্র কাকো পক্ষপাত নকরিব। আন দেবক নিমিন্দিত,
নবন্দিব, তপ যপ কাকো আদর নকরিব এক ইশ্বরত বি-
স্থান, পুত্র ভাৰ্য্যা বিষয়ত স্নেহ এরিব। গোটেই জগত
বিষ্ণু ময় দেখি সদাই তুষ্ট থাকিব নিজে হরিপৰায়ন হব
আনকো দিব্য জ্ঞান দিব। সকলো প্রানীক আত্মা সম
বিষ্ণু তুল্য দেখিব। এনে জ্ঞান আন সকলর হৃদয়ত ধরাই
হরিত ভক্তি জন্মাই জীরক যি তারিব সেই জনেই নিজ গুরু
জগতর পিতৃস্বরূপ।

যিটো কলি যুগ হরি আনকো বোলায়ে।

আপুনিও হরিব চরিত্র সদা গারে ॥

জীরন্তে মুকুতি তারা সব সাধু জন।

কৃষ্ণ যশ রসত নিবীর প্রান মন ॥

হেনয় সাধুক সেবি বুদ্ধি মন্ত নব।

বৈকুণ্ঠ লভয় জন্ম নাহি তাম্ভাব ॥

মোর গুণ নাম যশ কীর্তন করন্ত।

মোর রূপ বিনে আন মনে নধরন্ত ॥

মোর আত্মা ধর্মক প্রকাশে সর্বক্ষণে।

বৈকুণ্ঠর নিজ পদ দেখারে যতনে ॥

মোর ধর্ম পুত্র অংশ জানিবাহা তুমি।

পুত্র পৌত্র ক্রমে ধর্ম প্রকাশিবে ভূমি ॥

সুদৃঢ় বিশ্বাসে মোত করিল নিশ্চয় ।

সেই মহা সাধু সখি নাহিকে সংশয় ॥

এই সকলেই সাধু সন্ত, এই সকলর সঙ্গতকৈ আকু শ্রেষ্ঠ
লাভ নাই বুলি ঈশ্বরে দঢ়াই দঢ়াই কৈছে ।

মাধবে বুলন্ত সখি শুনা পবিচ্ছেদ ।

পড়ে সব মাত্র যেবে জানি চারিবেদ

করিবে নোরারে মোত তথাপি ভক্তি

নলরয় নরে যেবে সন্তর সঙ্গতি ।

আমাক নপারে মহা জ্ঞানী কস্মলোক ।

সাধু সঙ্গে আবশ্যকে বশ্য করে মোক ॥

মুখ্যটো অধিক সখি সাধুর সঙ্গম ।

যাহার রেনুক স্বর্গ সুখে নোহে সম ॥

যক্ষ, রক্ষ, পক্ষী, পশু, স্ত্রী, শূদ্র অধম চাণ্ডালাদি প-
র্যাস্ত অতি মহাপাতকী ইনকলেও সাধুব সঙ্গত ঈশ্বরত
লীন যাব পারিছিল । জাম্বুবান, সুগ্রীব, হনুমান, দ্বীপ-
পত্নী, ব্রজবানী গোপী এই সকলেও মুক্ষ সাধিছে ।

নাই তপ ব্রত ষোঁচ নপড়িলে বেদ ।

নজ্ঞানে অজ্ঞান একো নাই তত্ত্বভেদ ॥

কেবল সাধুর সঙ্গ মুক্ষ সাধে গতি ।

সংসঙ্গত পরে নাই উপায় সম্প্রতি ॥

সাধুর সঙ্গত বহি যি হবিকথা মৃত পান করে, পব-

মতে সাধুর মুখে, গুরু, আত্মা, নাম, অন্ন, দেব ভকত এই
ছয় পবিছয় পায় মেয়েই ভকত । ভরসাগরত কৃষ্ণ পদ
নৌকাত যি তরি যাব পাবে মেয়ে ভকত । ভর সাগরত
কৃষ্ণক চিন্তি গুরুক কাণ্ডারী লৈ যি পবকালর গতি পায়
মেয়ে ভকত ।

হরিনাম ঘুষি কলি যুগত ।

নিশ্চয় হৈবেক লোক ভকত ॥

ভকতেমে মোর হৃদি জানিবা নিশ্চয় ।

ভকত জনর জানা আগিসে খদয় ॥

মই বিনা ভকতে নিচিন্তে কিছু আন ।

ভকত পরে মই নিচিন্তোহো আন ॥

মই জানা সখি ভকতর পাছে ফুরো ।

যিবোলে তাহাক মই তব্ব কালে করো ॥

ঈশ্বর ভক্তক প্রতি সদাই বশ্য । ভকত হবলৈ উচ্চ
জাতি হবনেলাগে, ব্রাহ্মনব পরা চাণ্ডাল পর্য্যন্তে ভকত
হব পাবে । ভকতর জাতি কুল বিচারিব নেপায় । ঈশ্বরব
যি জাত ভকতরো সেই জাত, ঈশ্বরর যি কৰ্ম ভকতরো
সেই কৰ্ম, ভকত কেতিয়াও নেভাগে, ভকত নিজে
তব্বিব আনকো তারিব পারে ।

সেই ভক্তেই কোটি ২ পুরুষ উদ্ধার করি নিজ কুল
আরু মাতৃ কুল পর্য্যন্ত উদ্ধার করে । তেনে ভক্তব পিছে
প্রাছে তীর্থ ফুরে, সেই ভক্তই তীর্থকো পবিত্র কবে সেই

পুত্র পৌত্র ক্রমে ধর্ম প্রকাশিবে ভূমি ॥

সুদৃঢ় বিশ্বাসে মোত করিল নিশ্চয় ।

সেই মহা সাধু সখি নাহিকে সংশয় ॥

এই সকলেই সাধু সন্ত, এই সকলর সঙ্গতকৈ আকু শ্রেষ্ঠ
লাভ নাই বুলি ঈশ্বরে দঢ়াই দঢ়াই কৈছে ।

মাধবে বুলন্ত সখি শুনা পবিচ্ছেদ ।

পড়ে সব মাত্র যেবে জানি চারিবেদ

করিবে নোরারে মোত তথাপি ভক্তি

নলরঙ্গ নরে যেবে সন্তর সঙ্গতি ।

আমাক নপারে মহা জ্ঞানী কস্মলোক ।

সাধু সঙ্গে আবশ্যকে বশ্য করে মোক ॥

মুখ্যটো অধিক নখি সাধুর সঙ্গম ।

বাহার রেনুক স্বর্গ সুখে নোহে সম ॥

যক্ষ, রক্ষ, পক্ষী, পশু, স্ত্রী, শূদ্র অধম চাণ্ডালাদি প-
র্যাস্ত অতি মহাপাতকী ইনকলেও সাধুব সঙ্গত ঈশ্বরত-
লীন যাব পারিছিল । জাম্বুবান, সুগ্রীব, হনুমান, দ্বীপ-
পত্নী, ব্রজবানী গোপী এই সকলেও মুক্ষ সাধিছে ।

নাই তপ ব্রত শৌচ নপড়িলে বেদ ।

নজ্ঞানে অজ্ঞান একো নাই তত্ত্বভেদ ॥

কেবল সাধুর সঙ্গ মুক্ষ সাধে গতি ।

সংসঙ্গত পরে নাই উপায় সম্প্রতি ॥

সাধুর সঙ্গত বহি যি হরিকথা মৃত পান করে, পব-

মতে নাধুর মুখে, গুরু, আত্মা, নাম, অন্ন, দেব ভকত এই
ছয় পবিছয় পায় মেয়েই ভকত । ভরসাগরত কৃষ্ণ পদ
নৌকাত যি তরি যাব পাবে মেয়ে ভকত । ভর সাগরত
কৃষ্ণক চিন্তি গুরুক কাণ্ডারী লৈ যি পবকালর গতি পায়
মেয়ে ভকত ।

হরিনান ঘুষি কলি যুগত ।

নিশ্চয় হৈবেক লোক ভকত ॥

ভকতেসে মোর হৃদি জানিবা নিশ্চয় ।

ভকত জনর জানা আমিসে খদয় ॥

মই বিনা ভকতে নিচিন্তে কিছু আন ।

ভকত পরে মই নিচিন্তোহো আন ॥

মই জানা সখি ভকতর পাছে ফুরো ।

যিবোলে তাহাক মই তত্ব কালে করো ॥

ঈশ্বর ভক্তক প্রীতি সদাই বশ্য । ভকত হবলৈ উচ্চ
জাতি হবনেলাগে, ব্রাহ্মনর পরা চাণ্ডাল পর্য্যন্তে ভকত
হব পাবে । ভকতর জাতি কুল বিচারিব নেপায় । ঈশ্বরর
যি জাত ভকতরো সেই জাত, ঈশ্বরর যি কৰ্ম ভকতরো
সেই কৰ্ম, ভকত কেতিয়াও নেভাগে, ভকত নিজে
তবিব আনকো তারিব পারে ।

সেই ভক্তেই কোটি ২ পুৰুষ উদ্ধার করি নিজ কুল
আরু মাতৃ কুল পর্য্যন্ত উদ্ধার করে । তেনে ভক্তর পিছে
প্রাছে তীর্থ ফুরে, সেই ভক্তই তীর্থকো পবিত্র কবে সেই

ভক্তই কল্পতরু সদৃশ । স্বর্গব কল্পতরু বৃক্ষ পারিজাত
পুষ্প, পৃথিবীর কল্পতরু বৃক্ষ সাধু আর ভক্ত । স্বর্গের
পারিজাতব নবটী লক্ষণ, ধর্ম্মে বৃক্ষ, তপস্বায় ছাল, পঞ্চ-
গুণেশিপি, আঠ ঐশ্বর্য্য পুরানর শ্লোকে পত্র, তিনি গুনে
পুষ্প, মুনি সকলে ভ্রমরা, আশি নামেকনা, দশনামে কলি ।
সাধুর শরীরতো এই দরে ভাবিব ।

ভক্ত ভগবন্তর প্রাণস্বরূপ সেইবাবে ভগবন্তর ভক্তকর
এবা এরি নায় । ঈশ্বরব পঞ্চ চিহ্ন ধজ যব ব্রজ, পদ পঙ্কজ
কৌমুদ মনি, বনমালা শংখ চক্র গদা পদ্ম, নেপুৰ,
কিরিটি মকর কুণ্ডল পীত বস্ত্র আদিকরি যি মান অলঙ্কার
আর ঈশ্বরব চিহ্নর বস্তুআছে সেই সমস্ত ভক্ত সকলেই হৈ
গোটেই শরীরত আবারি আছে । *

আমার অমূল্য যিটো ভক্তি রত্ন ছয় ।

অন্ত্যজেও ব্রাহ্মনক দিবাক পাবয় ॥

ইহাত সংশয় ভৈল যিটো অজ্ঞানীর

জানিবাহা বিধিতাব ভৈল ছেদ শিব ॥

যিটো চাণ্ডালর, কায় বাক্যমনে

সদায় স্মরে হবি ।

আছে বাহুব্রত, যিটো ব্রাহ্মনর ।

সিসে শ্রেষ্ঠ অতি করি ।

* ঈশ্বর তত্ত্ব ভক্তর তত্ত্ববুজিল-বর কারণে “বৈষ্ণৱ
মালাত” সকলো বুজিব পারিব ।

যিটো মহাগন্থী, বিপ্রে আপোনাক,
পবিত্র কবিবে নারে ।

ভকত চাণ্ডালে, আপোকো তাবে
সমস্ত কুল উদ্ধারে ॥

ভকত পুরুষ, ভকতি প্রকৃতি, ভকতত ভক্তি করিলে
হে ভক্তি নিজ, ভকতর বাজে ভকতিব আশ্রয়র ঠাই না-
ই । ভকতিক ভকতে আত্মা স্বরূপে হৃদয়ত স্থাপন করি-
লে তেতিয়া ভকত ভগবন্ত রূপী হয় ।

ভগবন্ত আরু ভক্তি উভয়ে লিখ । “ভগবন্ত ভক্তি
যুক্ত, পুরুষর আত্মা বোধ, মাধবর প্রসাদ মিলয় ।” ভকত
ভক্তি ভগবন্ত তিনিও একে । পুরুষে আত্মা বোধত ভ-
কত ভগবন্ত ভক্তি একে বুলি ধবিলে মাধবর প্রসাদ পায় ।

ভগবন্তর ভক্তব ভক্তি তিনি বিধ যেনে । নিগুণা কেবল
নপ্রেমা বা ভাগবতী । গুরুত জ্ঞানলৈ গুরুক পরিচর্যা
করি সকলো কৰ্ম্ম মানে কৃষ্ণত অর্পিব । প্রানী হিংসা
নকরিব, বিষয়ত বিবকতি জন্মাব, গীতা ভাগবত শুনিব,
হৃখীতক দয়া, শত্রু মিত্রক সমজ্ঞান, সকলোকে হার্ব বুদ্ধি
করি শ্রবন কীর্তন করাকে নিগুণ ভক্তি বোলে ।

সকল পুরুষার্থ ঈশ্বর মেরাত প্রবর্তাব গুরুব উপদেশে
কৃষ্ণত শরণ, কৃষ্ণ মন্ত্র গুরু মুখে গ্রহন, গুরু পরিচর্যা
হৃদয়ত কৃষ্ণ রূপ চিন্তা করি অষ্টাঙ্গে বন্দনা করাকে
ভাগবতী বা নপ্রেমা ভক্তি বোলে

প্রথমতে গুরুর আশ্রয়ত উপদেশ লৈ কৃষ্ণত শবণ লৈ
পঞ্চ তত্ত্ব জ্ঞান মূল মন্ত্ৰ যপি আত্মা বিচার, জীববিচার
কৃষ্ণৰ চারি বিধ শ্রবন কীর্তন কবি সাধুত প্রীতি রাখিলে
তাকে কেবল ভক্তি বোলে। অহিংসাকে পরম ধৰ্ম্ম
বোলে হিংসা করিলে তিনিও বিধ ভক্তি নষ্ট হয়।

সকলো প্রানীক আত্মারূপে ঈশ্বর জ্ঞান করি
হরিক ভক্তিলে নিগুণা ভক্তি হয়। ভক্তক প্রীতি
কবি ভক্তি করিলে কেবল ভক্তি বোলে। চারি দণ্ড মান
হরিত ভক্তি কবিলে প্রকৃতিক ভক্তি বোলে। প্রহরত
হরিক সেউরা করি ভক্তি করিলে মধ্যম ভক্তি বোলে।
প্রহরত ২১৩ বার হরিক সেউরা কবিলে তাকে উত্তম ভক্তি
বোলে। এই সকল ভক্তর যম অধিকার নহয়। যি জনে
হরিক ভক্তিলো বুলি স্বত্ব হয় তেওঁ ভক্তর গৃহত জন্ম হয়।

বিষয়ত থাকিয়া ভকতি নাহি যার।

সাধু সঙ্গ লৈয়া করে আত্মাক বিচার ॥

আন কৰ্ম্ম করি ভকতিত তত্ত্ব পর।

জানিবা উদ্ধর গন্ধি সেহিসে ঈশ্বর ॥

শম, দম, দান, ব্রজ, সত্য, শৌচ, কাম, স্ত্রী, দীন, দুখী,
জ্ঞানী, পণ্ডিত, বন্ধু, সুখী, ক্ষমা, ভূষণ, পথ, বিপথ, মহাধন,
দক্ষিণা, নরক, স্বর্গ, ভাগ্য, অবিনাশ, ধনী, ঈশ্বর, অনিশ্বর
এই বোর জিযনে বুজে মেয়ে হরিপরায়ণ ভকত হয়।
যেনে—যি আন দেব ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করি ঈশ্বরক পরম

বাকুর বুলি মানে সেয়ে শম । অতি দুঃ কষ্টটে । যি ঈশ্বর
নাম নেবে সেয়ে দম । হানি আক্ৰ অত্যান্তিক অপমানক
যি সহ্য কবে সেয়ে ক্ষমা । যি ঈশ্বরত মন নিবিশ্টে করিব
পারে সেয়ে যজ্ঞ । মায়াক পরিত্যাগ করি যি প্রাণীর
দোহ নিচিন্তি যি ভুতক দয়াকরে নেয়ে দান । ঈশ্বরত
চিত্ত অর্পন করি যি ভোগ বিলাস পরিত্যাগ করে সেয়ে
অবিনাশী মহা তপ । সকলো জন্মতক যি হরি ময় দেখে
সেয়ে সত্য । কর্ম্মর মল পরিত্যাগ করিব পারিলে তাকে
শৌচ বোলে । যি জ্ঞান দি ঈশ্বরক দেখাব পারে সেয়ে
দক্ষিণ । ঈশ্বরত চিত্ত দি নিকর্ম্ম করিব সেয়ে যজ্ঞ । ঈশ্ব
রক জানিব পারিলে সেয়ে ভাগ্য । পুত্র ধন জন অমার
মানি ভরন কীৰ্ত্ত্যাক অক্ষয় পুণ্য বুলি জানিলে সেয়ে লাভ ।
সকলো ভুতত বিষুঃ রূপে নরক শরীরত ব্যাপি আছে বুলি
জানিব পারিলে সেয়ে ভুষণ ।

ঈশ্বরক গুণ নামকে মহাধর্ম্ম বুলি ধরি যি হরিনাম
দেখে সেয়ে জ্ঞান । একো শাস্ত্র নপাঠিও যি আন ধর্ম্ম
কর্ম্ম এরি ঈশ্বরক নেরাত প্রবন্ধ করে সেয়ে পণ্ডিত ।
আন দেহতাক এরি এক মাত্র ঈশ্বরক যি ভজে সেয়ে
পন্থ । যি কর্ম্ম কবি চিত্তত একো স্থির নহয় সেয়ে
বিপন্থ । যি জনে ঈশ্বরক চিনাব পাবে সেয়ে বন্ধু ।
ঈশ্বরত চিত্ত দি যাব মনত আনন্দ মিলে সেয়ে স্বর্গ ।
কাম ক্রোধ ত মদ হৈ যি শ্বরক পাহরিলে সেয়ে নরক ।

ঈশ্বরক ভজিবা। পাত্র কেবল মনুষ্য তনু, সেই দেহাক
 জীরান্ন। পরমান্ন। রূপ ঈশ্বরক হৃদয়ত স্থি। করি ব্রহ্ম
 বিরাটর সকলো বস্তুকে ক্ষুদ্র বিরাট ত (অর্থাৎ দেহত)
 যি পূর্ণ দেখে সেই শরীরকে গৃহ বোলে। ঈশ্বরক ভক্তি
 করি যি ভুষ্ট নহয় নেয়ে দবিদ্র। ঈশ্বরক অরহেলা করি যি
 বিষয়ত আশক্ত নেয়ে দুখী। বিষয়ত থাকিও যি আন
 কর্ম এরি ভক্তির তত্ত্ব পা হয় নেয়ে ঈশ্বর। সাধুর মঙ্গ
 নলৈ ভক্তির তত্ত্ব নুবুজি যি পুত্র ভাষ্যাক মোর বুলি
 থাকে নেয়ে আত্ম বাতী। নরতনু নৌকা, সুহৃদ সংসার,
 উপদেশ দাতা গুরু এই নৌকার কাণ্ডাৰী, ঈশ্বর তাতে
 অনুকূল বায়ু হৈ এই দুর্বোৰ সংসার পার করে। যত
 ঈশ্বরক ভক্ত সকল থাকিব নেয়ে পুণ্য ভূমি না গঙ্গা গয়া
 আদিতীর্থ ॥ ঈশ্বরক কথা যত নিগুণ ভাবে চলে নেয়ে
 থান। “ঈশ্বরক কথা যথা নিগুণ মোহি থান। ঈশ্বরক
 জানিলে নিগুণ হোরে জ্ঞান ॥ বোলয় নিগুণ শ্রদ্ধা
 মোহোর নেবার। নিগুণ গতিক পারে ভকতে আমার।”
 নিগুণ ভাবে ঈশ্বরক জানি নেউবা ধরিব পারিলেই গতি
 হয়।

“গু” শব্দে অন্ধকার “রু” শব্দে দিগ্ধী, অন্ধকার দূর কৰা
 যি অজ্ঞান অন্ধ কার দূর কৰি জ্ঞানর প্রাদোপ হৃদয়ত জলাই
 দিব পারে সেয়ে গুরু। “গু” মায়াদি গুণ বোধক, “রু” ভাস্তি
 নাশকাৰী “বস্তু” পরম ব্রহ্ম। গুরু সগুণ আরু নিগুণ
 ব্রহ্মবুলি জ্ঞানিব। সেই গুরুকে কৃষ্ণ বুলি মেউরা করিব।
 গুরুর অপরাধ আচরি ভক্তি করিলে নরক গামী হয়।
 গুরুত পঞ্চ অপরাধ বটে। ১। গুরুক মনুষ্য জ্ঞান। ২।
 গুরুবাক্য লঙ্ঘন কৰা। ৩। গুরু নিন্দা বর্ণ পাতি শুনা।
 ৪। গুরুর দোষ লক্ষ্য কৰা। ৫। গুরুক নিজে নিন্দা করা ॥
 বাজে লোকক দেখাই গুরুত ভক্তি কৰি অন্তৰত গুরুক
 প্রতি শ্রদ্ধা নেথাকিলে ভক্তি নিক্তি নহয়। ধর্ম যিবিধেই
 হক গুরুক দেবতা বুদ্ধি কৰি গুরু মুখে মন্ত্র গ্রহণ নহলে
 গতি লাভ নহয়। বিচারে ভক্তি, অবিচারে সংসারে,
 ভক্তি বিচারত পতন নাই অবিচারে নরক গামী হয়।
 বিঘানে ভক্তি হয় অবিঘানে নরক গামী হয়।

জ্ঞান দাতা গুরুত সকলো সম্বন্ধ ঘটে এতেকে নাম
 দেব ভক্ত তিনিকো গুরুতে অপি দৃঢ় বিশ্বাস করি নমস্কার
 করিব। জ্ঞান দাতা গুরুর ঋণ সুজা নেযায়।

ঘোষাত

নিচো মহামতি গুরুজনে, হরি ভক্তি পথ উপদেশ
 দিয়া দুখ ময় সংসার পাব করে।

ঈশ্বরক ভজিব। পাত্র কেবল মনুষ্য তনু, সেই দেহাক
 জীরাম্ম। পরমাত্ম। রূপ ঈশ্বরক হৃদয়ত স্থি। করি ব্রহ্ম
 বিরাটর সকলো বস্তুকে ক্ষুদ্র বিরাটত (অর্থাৎ দেহত)
 যি পূর্ণ দেখে সেই শরীরকে গৃহ বোলে। ঈশ্বরক ভক্তি
 করি যি ভুষ্ট নহয় সেয়ে দবিদ্র। ঈশ্বরক অরহেলা করি যি
 বিষয়ত আশক্ত সেয়ে দুখী। বিষয়ত থাকিও যি আন
 কর্ম এরি ভক্তির তত্ত্ব পর হয় সেয়ে ঈশ্বর। সাধুর সঙ্গ
 নলৈ ভক্তির তত্ত্ব নুবুজি যি পুত্র ভাষ্যাক মোর বুলি
 থাকে সেয়ে আত্ম বাতী। নরতনু নৌকা, সুহৃদ সংসার,
 উপদেশ দাতা গুরু এই নৌকার কাণ্ডাবী, ঈশ্বর তাতে
 অনুকূল বায়ু হৈ এই দুর্বোব সংসার পার করে। যত
 ঈশ্বরক ভক্ত সকল থাকিব সেয়ে পুণ্য ভূমি না গঙ্গা গয়া
 আদিতীর্থ ॥ ঈশ্বরক কথা যত নিগুণ ভাবে চলে সেয়ে
 থান। “ঈশ্বরক কথা যথা নিগুণ মোহি থান। ঈশ্বরক
 জানিলে নিগুণ হোরে জ্ঞান ॥ বোলয় নিগুণ শ্রদ্ধা
 মোহোর নেবার। নিগুণ গতিক পারে ভকতে আমার।”
 নিগুণ ভাবে ঈশ্বরক জানি সেউরা ধরিব পারিলেই গতি
 হয়।

“গু” শব্দে অন্ধকার “রু” শব্দে দিশূন্য, অন্ধকার দূর কবা
 যি অজ্ঞান অন্ধকার দূর কবি জ্ঞানর প্রাদোপ হৃদয়ত জলাই
 দিব পারে মেয়ে গুরু । গু” মায়াদি গুণ বোধক, রু” ভ্রান্তি
 নাশকারী “বন্ধি” পরম ব্রহ্ম । গুরু সঙ্গ অরু নিগুণ
 ব্রহ্মবুলি জানিব । সেই গুরুকে কৃষ্ণ বুলি মেটরা করিব ।
 গুরুর অপরাধ আচরি ভক্তি করিলে নরক গামী হয় ।
 গুরুত পঞ্চ অপরাধ বটে । ১। গুরুক মনুষ্য জ্ঞান । ২।
 গুরুবাক্য লঙ্ঘন কবা । ৩। গুরু নিন্দা বর্ণ পাতি শুনা ।
 ৪। গুরুর দোষ লক্ষ্য কবা । ৫। গুরুক নিজে নিন্দা করা ॥
 বাজে লোকক দেখাই গুরুত ভক্তি কপি অন্তবত গুরুক
 প্রতি শ্রদ্ধা নেথাকিলে ভক্তি নিকি নহয় । ধর্ম যিবিধেই
 হক গুরুক দেবতা বুদ্ধি কবি গুরু মুখে মন্ত্র গ্রহণ নহলে
 গতি লাভ নহয় । বিচারে ভক্তি, অবিচারে সংসারে,
 ভক্তি বিচারত পতন নাই অবিচারে নরক গামী হয় !
 বিঘ্নানে ভক্তি হয় অবিঘ্নানে নরক গামী হয় ।

জ্ঞান দাতা গুরুত সকলো সম্বন্ধ ঘটে এতেকে নাম
 দেয় ভক্ত তিনিকো গুরুতে অপি দৃঢ় বিশ্বাস করি নমস্কার
 করিব । জ্ঞান দাতা গুরুর স্বর্ণ সূজা নেখায় ।

যোষাত

নিচো মহামতি গুরুজনে, হরি ভক্তি পথ উপদেশ
 দিয়া দুখ ময় সংসার পাব করে ।

হেনয় পবন গুরু শ্বন, সুজিৎক প্রতিজ্ঞা নিষ্ঠে,

অন্যত্র উপায় নাহি অঙ্কলিত পারে ॥

ভক্তি উপদেশ মানে “ধরণ” দি পর কালর উপকারী
গুরু শ্ব। সংসারর ধন রত্ন দিলেও সুজা নহয়। কেবল
নত্ন ভাবে করযোরে নিরহঙ্কার রূপে ভুতি পর্যায় করিব।
হরি যেনে অতি দয়ালু হরি ভক্তি পরায়ণ গুরুও সেই
রূপ। হরি আর গুরু দুয়ো পরম দয়ালু, দুই জন এক,
কেবল মাত্র শরীর হে ভিন্ন দেখা যায়। কার্য্যও একই।
এতেকে শিষ্য সকলে ঈশ্বরক আর কর্ণ ধার গুরুক এক
ভাবিব ভিন্ন ভাব নকরিব নিজ গুণত গুরু ভুষ্ট থাকি বি
ভক্তক অপার সংসার পার করে সেই জন ভক্ত আর হরি
গুরু তিনিও এক।

যোযা।

হরি যেন অতি কৃপাময়, ভক্ত গুরু জনো নেহি নয়,

দুয়োজন এক শরীরত মাত্র ভিন্ন ॥

এই সংসারর পার নাই অপার সংসার ইয়ার পার
বিষ্ণুরেই পরম পরমাত্মা রূপে পার স্বরূপ হৈছে। এই
অপার ভর সাগর উদ্ধারর অর্থে বিষ্ণুরেই কাণ্ডার
স্বরূপ গুরু। সেই গুরু পরমব্রহ্ম পদত ব্রহ্ম পারত থাকি
পর পারত পরি থকা জীব সকলক উপদেশি গুরুরে
কাণ্ডারী হৈ ভরনাগব পার করি ব্রহ্ম পারলৈ নিয়ে।
এতেকে হরি গুরু ভক্ত একে।

ঘোষণা ।

অপার সংসার সিন্ধু আর, বিষ্ণুসে পরম পার যত,
পার আছে তাতে পরম পরমাত্মা রূপে ।
তেন্তে তুমি জানা ব্রহ্ম পার, পর পার ভুত যত পার,
তাসম্বার পার বিষ্ণুসে পার স্বরূপে ।

এই সংসারত বা শরীরত ৫ খন নদী আছে । যেনে
মায়া, শোক, লোভ, মোহ, ভয় । যি সাধু বা ভক্ত, সকলর
মায়া নাই, শোক নাই, লোভ নাই, মোহ নাই, ভয় নাই,
এই পঞ্চ নদী যি এই জন্মত পার হব পাবে তেওঁরেই পঞ্চ
নদীর দশ পার, পার হৈ জীব তাবিব পারে । অর্থাৎ ভক-
তব মায়া, শোক, মোহ, লোভ, ভয়, একো থাকিব নেপায় ।
যাবনাই সেয়েই নিজেও তারিব আরু আনকো
তারিব ।

গুরুত পঞ্চম অপরাধ ঘটে গুরুনিন্দা, মনুষ্য জ্ঞান,
গুরুত দুরাদৃষ্টি, গুরুবাক্য ত্যাগ, গুরু নিন্দা শুনা ।
এই পঞ্চ অপরাধ হলে শিষ্য গুরুর সম্বন্ধ নাথাকে ।
প্রমাদত থাকি যদি কোনো অপরাধ করে তেন্তে
গুরুক সর্বস্ব অর্পণ করি সেউরা করিব তেহে অপরাধ
ভঞ্জন হয় ।

কৃষ্ণর বত্রিছ অপরাধ । অজ্ঞানে কৃষ্ণমূর্তি পর্শন, বিনা
পৌচে স্নান, অশৌচত কৃষ্ণমূর্তি পর্শন আর পাদোদক
ভোজন, বিনাশকে হরি পূজন, পৌষত চন্দন দান,

হেনর পদম গুরু ঋণ, সুজিৎক প্রতিজ্ঞা মিষ্টে,
অন্যত্র উপায় নাহি অঙ্কলিত পরে ॥

ভক্তি উপদেশ মানে “পরণ” দি পর কালর উপকারী
গুরু ঋণ। সংসারর ধন রত্ন দিলেও সুজ্ঞা নহয়। কেবল
নত্ন ভাবে করযোরে নিরহঙ্কার রূপে ভুতি পর্যায় করিব।
হরি যেনে অতি দয়ালু হরি ভক্তি পরায়ণ গুরুও সেই
রূপ। হরি আর গুরু দুয়ো পরম দয়ালু, দুই জন এক,
কেবল মাত্র শরীর হে ভিন্ন দেখা যায়। কার্য্যও একেই।
এতেকে শিষ্য সকলে ঈশ্বরক আর কর্ণ ধার গুরুক এক
ভাবিব ভিন্ন ভাব নকরিব নিজ গুণত গুরু তুষ্ট থাকি যি
ভক্তক অপার সংসার পার করে সেই জন ভক্ত আর হরি
গুরু তিনিও এক।

যোষা।

হবি যেন আতি কুপাময়, ভক্ত গুরু জনো সেই নয়,
দুয়োজন এক শরীরত মাত্র ভিন্ন ॥

এই সংসারর পার নাই অপার সংসার ইয়ার পার
বিষ্ণুরেই পরম পরমাত্মা রূপে পার স্বরূপ হৈছে। এই
অপার ভর সাগর উদ্ধারর অর্থে বিষ্ণুরেই কাণ্ডার
স্বরূপ গুরু। সেই গুরু পরমব্রহ্ম পদত ব্রহ্ম পারত থকি
পর পারত পরি থকা জীব সকলক উপদেশি গুরুরে
কাণ্ডারী হৈ ভরসাগব পার করি ব্রহ্ম পাবলৈ নিয়ে।
এতেকে হরি গুরু ভক্ত একে।

ঘোষা ।

অপার সংসার সিন্ধু আর, বিষ্ণুসে পরম পার যত,

পার আছে তাতে পরম পরমাত্মা রূপে ।

তেন্তে তুমি জানা ব্রহ্ম পার, পর পার ভূত যত পার,

তাসম্বার পার বিষ্ণুসে পাব স্বরূপে ।

এই সংসারত বা শরীরত ৫ খন নদী আছে । যেনে মায়া, শোক, লোভ, মোহ, ভয় । যি সাধু বা ভক্ত, সকলর মায়া নাই, শোক নাই, লোভ নাই, মোহ নাই, ভয় নাই, এই পঞ্চ নদী যি এই জন্মত পার হব পাবে তেওঁরেই পঞ্চ নদীর দশ পাব, পার হৈ জীব তাবিব পারে । অর্থাৎ ভক্ত-ভব মায়া, শোক, মোহ, লোভ, ভয়, একো থাকিব নেপায় । যাবনাই সেয়েই নিজেরেও তারিব আরু আনন্ডে তাবিব ।

গুরুত পঞ্চম অপরাধ ঘটে গুরুনিন্দা, মনুষ্য জ্ঞান, গুরুত ছুরাদৃষ্টি, গুরুবাক্য ত্যাগ, গুরু নিন্দা শুনা । এই পঞ্চ অপরাধ হলে শিষ্য গুরুর সম্বন্ধ নাথাকে । প্রমাদত থাকি যদি কোনো অপরাধ করে তেন্তে গুরুক সর্বস্ব অর্পণ করি সেউরা কবিব তেহে অপরাধ ভঞ্জন হয় ।

কৃষ্ণর বত্রিছ অপরাধ । অজ্ঞানে কৃষ্ণমূর্ত্তি পর্শন, বিনা পৌঁচে স্নান, অশৌচত কৃষ্ণমূর্ত্তি পর্শন আর পাদোদক ভোজন, বিনাশকে হরি পূজন, পৌষত চন্দন দান,

শ্রীম্মত চন্দন আদান, রক্তম্বলা স্ত্রী পর্শন, ঘণ্টা ভূমিত স্থাপন, পূজা করি পিঠি দর্শন, প্রতিমাৰ আগে ভ্রমণ, কৃষ্ণৰ মণ্ডিৰে ভোজন, সন্তক বিষাদ, হৰিৰ গৃহত উচ্চ আসনত বহন, হৰি মণ্ডিৰত বাম পদে উঠন, হৰি মণ্ডিৰত উপালম্ব বচন, হৰি মণ্ডিৰত খৰিকা দাতত লোৱা, ঈশ্বৰৰ নৈবেদ্যক দ্রব্য বুদ্ধি, হৰি কীৰ্ত্তনক অপ্র-
শংসা, কৃষ্ণদেৱক আন দেৱতাৰ লগত তুলনা কৰা, আন দেৱক উপাসি পাচত কৃষ্ণক নিবেদন, হৰি মণ্ডিৰত দেৱ-
লাত উঠন বা ঘোৰাত উঠা, হৰি মণ্ডিৰত অন্ন ৰন্ধন, হৰিৰ গৃহত ভোজন পাত্ৰ প্রক্ষালন, কৃষ্ণ মূৰ্ত্তিক কাষ্ঠ বা ধাতু জ্ঞান, তিতা পুষ্পেৰে পূজন, বিনা নৈবেদ্য পূজন, বিনা আশনে পূজন এইয়ে কৃষ্ণৰ বত্ৰিছ অপৰাধ এই অপ-
ৰাধ কৰি ভক্তি কৰিলে ভক্তি সিদ্ধি নহয় ।

কৃষ্ণৰ ভক্ত হৈ পঞ্চ দিন জিৱিত থকাও শ্ৰেয়, ভক্তি হিন হৈ সহস্ৰ বৎসৰ জীৱিত থকাও ব্যথা । বিষ্ণু মন্ত্ৰ যাৰ আছে বা বিষ্ণুক যি জানে নেয়ে বৈষ্ণৱ । কৃষ্ণক পাবলৈ ভক্তি কৰিব লাগে ভক্তি হিন হৈ অশেষ যত্ন কৰিলেও কৃষ্ণকে নেপায় ।

ভক্তক গালি পৰা, ভক্তক প্রহাৰ কৰা, ভক্তৰ বিত বস্তু হৰণ কৰা । এই তিনি বিধ ভক্তৰ ঘাটি, এনে ঘাটি লাগিলে ভক্তি নষ্ট পায় । পুত্ৰ ভাৰ্যা ভূতাও যদি ভক্ত হয় তাৰা সকলক চৰণ বা হস্তৰ প্রহাৰ কেশাকৰ্ষণ কৰিব নেপায় ।

ভক্তর ঘাটি লগালে ভক্তক পরিচর্যা করি তুষ্ট করিব
কিছু লাঠি চর মারিলে নিস্তার নায় ।

ঈশ্বরর দুই ভাষ্যা; ভক্তি মাতৃ আক মায়া মাতৃ, মায়া
মাতৃয়ে জীবক সংসারী করে, ভক্তি মাতৃয়ে জীবক মুক্তি
দিগে । সত্ত্ব গুণে বিষ্ণু; রজ্জ গুণে ব্রহ্মা, তম গুণে রুদ্র ।
ব্রহ্মাই শ্রাজে, বিষ্ণুরে পালে, রুদ্রে সংহার করে, ঈশ্বর
মধ্যস্থ থাকি ধর্ম অধর্ম প্রবৃতি নিবৃতি সুখ দুখ ভুঞ্জায় ।

পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, অকাশ ইয়ার পবাই দেহার
সৃষ্টি হয় ইয়াকে পঞ্চ ভুতাত্মক বোলে ।

অস্থি, মাংস, নখ, চাল আক নোম এইয়ে দেহা । শুক্র,
স্নিগ্ধ, মজ্জা, মলমূত্র এইকেটা জলর গুণ । নিদ্রা, ক্রোধ,
ক্রান্তি, আলস্য এই কেটা অগ্নির গুণ । ধারণ, চালন,
ক্ষেপণ, শঙ্কোচন, প্রচারণ এই কেটা বায়ুর গুণ । কাম,
ক্রোধ, লোভ, মোহ আক লজ্যা এই কেটা আকাশর গুণ ।
যেতিয়া এই শরীর ত্যাগ করে তেতিয়া প্রত্যেক গুণে
প্রত্যেকত লয় পায় তাকে মৃত্যু বোলে ।

আকাশর পরা বায়ু, বায়ুর পরা অগ্নি, অগ্নির পরা
ধুম, ধুমর পরা জল, জলর পরা পৃথিবী, জীব উৎপন্ন হয় ।
পৃথিবী জলত, জল অগ্নিত, অগ্নি বায়ুত, বায়ু আকাশত
লয় হয় । পঞ্চতত্ত্বর পরাই সৃষ্টি হয় আক ইয়ার দ্বারাই
লয় হয় । প্রত্যেক দেহতে পঞ্চ তত্ত্ব আছে । রূপ,
বস, গন্ধ, পবন দর্শন এই পাচ ইন্দ্রিয় পঞ্চ তত্ত্ব । ইয়ারে

সাকার নাশ হয় নিরাকার নাশ নহয়, সেই বাবে মনকো
নিরাকার করিব লাগে, মন নিরাকার হলে জীবর মুখ্য
হয় । শুক্র, রক্ত, মজ্জা, মেদ, মাংস অস্থি, ত্বক, দেহা
ইয়ারে তিয়াব, ইয়াকে আত্মা বোলে । এই আত্মার অন্তর
আত্মাক মন বোলে । এই মনেই মানুষক ভাল কবে আর
বেয়াও কবে ।

হরি গুরু পদ সেউরা খাণ্ডা ডাঠি ধর । মন বৈরী
কাটি স্মৃথে ভর নদীতর ॥ মনক জিনিব পারিলেই তিনিও
ভুবন জিনি সংসার তরিব পারে । মনে অনিত্য বস্তুক
সার মানি মোর বুলি তিনিও ত্রৈলোক্যর ধনসম্পত্তি
পালেও আকাঙ্ক্ষা দূর নহয় । যি মনে হরিগুরু পদ
সেউরার পবা বঞ্চিত কবে তেনে মনক এই অস্ত্রর দ্বারাই
বধ করিব । অর্থাৎ হরিগুরু পদ সেউরাত মন লিপ্ত
থাকিলে পাপে পশ কবিব নোৱারে । মনে যাক অর্থাৎ
পুত্র ভাৰ্ষা ধন জন যৌবন জীবন এই অনিত্যক সার মানি
ইয়াত মুক্ত হৈ আছে । কিন্তু যেতিয়া ঘোর আপদ মৰণ
শরুট আহি ওছব ছাপিব তেতিয়া ধন জন যৌবন গৰ্ব
নমিষে চুব করি যমর কিলবে যমর ছাতনালৈ নিব
তেতিয়া এই সংসারত কোনেও বাখোটা নহব । যাক
আপোনু ভাবি মায়াত মুক্ত হৈ পরিছে সিসকলে মৃত্যুব
পূৰ্বেই মৃত্যুর অৰ্থে বাজত পেলাবগৈ । মৃত্যু মাত্রে
অস্পৃশ্য স্বনা আর ভয় জন্মি দেখা মাত্রে বস্ত্রে স্নান

করি যি মুখত স্নেহেরে চুমা দিছিল সেই মুখ স্বর্ণা আর
ভয় করি কাপোবেবে আরত করিব। সেই মুখত পোণ
প্রথমে জুই লগাই দি।

এতেকে মন ভাইক বশ করি ঈশ্বর চরণত দৃঢ়
ভক্তিরে বাঞ্ছ লব পাবিলে নামকে পরম ধন বুলি নাম
যপিলেই যমর হাত সাধিব পারি। “হরি বীৰ্ত্তনত ভাই
নকরিবা হেলা। এগিগে বাঞ্ছিব ঘোর শঙ্কটের বেলা ॥”
মৃত্যুর সময়ত এবার কৃষ্ণ নাম উচ্চবিলেই গতি পাব ২১৩
বার উচ্চবিলে বাকী কেবারত ঈশ্বর হেঁউব ধরুয়া হয়।
পাপী অজ্ঞামিলব পুত্রব নাম নাবায়েন, মরণের সময়ত
পুত্রক মাতোতেই গতি পাইছে। মদমত্ত হস্তীতুলা
মনক বড়াই নিদি ভক্তির অঙ্কুশে টানি ধরি মনক দমাই
রাখিব।

নবতনু, তালু মূলক চন্দ্র, নাভি মূলত সূর্য্য, সূর্য্যব
আগ ভাগত বায়ু, চন্দ্রব আগ ভাগত মনর বসতি, চন্দ্র
সূর্য্যব আগ ভাগত প্রানর ঠাই। দেহর উর্দ্ধ ভাগক ব্রহ্ম
লোক, অধোভাগক পাতাল, উর্দ্ধভাগ মূল, অধোভাগত
ডাল, এই দেহা বৃক্ষ বা এইয়ে সংসার বৃক্ষ। সংসার বৃক্ষর
ইন্দ্রিয় সপল ডাল চৌবিছ তত্বে তেজ মাংশ হার, বেদর
চণ্ড সকলে বৃক্ষর পত্র, ধর্ম্ম অধর্ম্ম দুয়োবৃক্ষর সুখ দুখ দুই
ফল। জ্ঞানে বৃক্ষর গার, অজ্ঞানে বৃক্ষর ঢাল। এই
বৃক্ষর ৯ টা ছিদ্র আছে যেনে ২ চক্ষু ২ নাসিকা ২ কর্ণ,

মুখ, গুহা, লিঙ্গ ইয়ার ভিতরত জীর আত্মা পৰমাত্মা পক্ষী রূপে বাস করে। ইয়ার ভিতরতে জীর তিনি বিধ বন্ধা, কলঙ্কা, অরু চিদঙ্কা, এই তিনি জীরর তিনি থান। বন্ধা জীর অনন্তর পরা, কলঙ্কা ব্রহ্মার পরা, চিদঙ্কা বিষ্ণুর পরা আছে, ধর্মাধর্ম আচরণ অনুমতি সুখর ফলত নিজ ঠাই পায় দুখর ফলত নরক গামী হয়। এই ব্রহ্মাণ্ডত সকলো জীর ব্রহ্মার অংশ তথাপি ইয়াত জ্ঞানী; কর্মি, বোগী, নংসারী আর ভকত পাচ প্রকার হয়। জল নাইর পরা জীর আহিলে জ্ঞানী, অনন্তর পরা আহিলে বোগী হয়। পালক বিষ্ণুর পরা অহা জীর কৰ্মী হয়। প্রকৃতির পরা যি জীর আছে সেয়ে সংসারী। ঈশ্বরর নিজ অংশে যি জীর আছে সেয়ে ভকত হয়।

“দেবর বাঞ্চনি ইটো ধন্য নর কায়। ইহেন মনুষ্য জন্ম নেপাবা দুঃখাই ॥ দুঃখ মানবী জন্ম ভারতত পাইলো। তোমাক নেনেবি বৃথা জন্ম গোবাইলো ॥” এই মানবী জন্মত ঈশ্বরক নভজি ধন, জন, যৌবন, ঐশ্বর্যত যি ভোল হৈ হরিব বিমুখ তেওঁ আত্মাঘাটি। তেওঁ এই জন্মত এই জ্ঞান নেপালেও যেতিয়া যমর বিকৃতাকৃতি কিঙ্করে ধরি নি মহা নরকত যাতনা ভুঞ্জাব তেতিয়া ভাবিব যে মানবী জন্ম বিফলে নিয়াই নিজর জোহ নিজে আচরিলো।

ঐশ্বর্য অষ্ট প্রকার অনিমা, মহিমা, লঘিমা, গরিমা,

প্রকাশ্য, ইশিত্ব, বশিত্ব, আরু কামবশায়িতা,। অনিমা
পরমানুপ্রাপ্তী, মহিমা, মহত্ব প্রাপ্তী, লঘিমা লঘুত্ব প্রাপ্তী
গরিমা গুরুত্ব প্রাপ্তী, প্রকাশ্য হাততে ঈশ্বরক প্রাপ্তী,
ইশিত্ব ঈশ্বরক প্রাপ্তী, বশিত্ব সকলোকে বশ রাখা, কাম
বশায়িতা যদেচ্ছা প্রাপ্তী। মহা ভক্ত সকলে ইয়াকো
তুচ্ছ ভাবি নৈরল ঈশ্বরর চরণত ইহ কালে পরকালে
নেপাসরিবলৈ বাঞ্চা কৰে।

মানুষ যেতিয়া জন্মের গর্ভর পরা বান্ধ হৈ পৃথিবীত
পরে মেয়ে জন্ম। যেতিয়া শরীরর ইন্দ্রিয় জীর জায়া
পরমানুপ্রাপ্তি মৃতিকাময় ভাণ্ড ত্যাগ করি স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান
করি স্থানে স্থানে লয় যায় তেতিয়াই এই দেহার পতন
বা মৃত্যু বোলে। জন্ম দুবার, প্রথম মারব গর্ভর পরা
অশুচি দেহা জন্ম পায়। এই দেহাক যদিয়া গুরুর ওচ-
রত অপবিত্র শরীরক পবিত্র করি ব্রহ্মময় তনু করিব পারে
মেয়ে আচল জন্ম। মাতুর গর্ভর পরা ধরা জন্মত
সংগারি মায়া ময় তনু লাভ হয়। গুরুর ওছরত জ্ঞান
লাভ করি গোটেই শরীর নূতন গঠন করি প্রত্যেক
অঙ্গত ব্রহ্ম লগাই দিব্য জ্ঞান লাভ করাই আচল জন্ম।

ব্রাহ্মন সকলে সংস্কার করি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাকে
দ্বিজ বোলে অর্থাৎ দুবার জন্ম ধরার বাবে দ্বিজ। ভক্ত
সকলরো শরন ভজন ভক্তিয়ে দ্বিতীয় জন্ম হয়। জন্ম
সময়ত জাতক শিশুরে কান্দে আরু আন সকলে হাহে।

মৃত্যু সময়ত নিজ হাঁহি হাঁহি বিদাই লৈ আনক কন্দুরাই
 যাব পারিলেহে মনুষ্য জীবনের সার্থক হয় । মানুষে
 মানুষ বৃত্তি অবলম্বন করি স্বর পরায়ণ ভক্তি পরায়ণ হৈ
 দান পুণ্য করি সদ কীৰ্ত্তি প্রকাশ করিলে যিও অমর হয়
 আর তাকপ্রতি স্মরণ করি লোকে সদাই কান্দন তেওঁর
 পরকালত তৈ কুণ্ডল বান হয় । অকীৰ্ত্তি করি হিংসা,
 চোর, মিছা, বেয়া দস্ত অহংকার লোভ মোহ কাম
 ক্রোধত বশ হৈ মনুষ্য জ্ঞানের বাহির হলে এই কালত
 লোকের ভংগ । আর মিন্দার পাত্র হন, পর কালত ঘোর
 নরকত বান করি যমর যাতনা সহ্য করিব লাগিব আর
 তার নিস্তার নাই । মানুষ জন্ম ধরিলে ইহ কাল পর কাল
 দুই কালতে যি রক্ষা পাবিব পাবে তাতে মঙ্গল । যোষাত
 যেনে—ধন্য কলিযুগ, ধন্য রাম নাম, ধন্য ধন্য নরকারী ।
 ভাগ্য হীন জনো যদি বাম নাম তরর দুস্তর মায়া ।
 কলিযুগ ধন্য, রাম নাম ধন্য, ইয়াতকৈয়ো ধন্য ধন্য
 নবতনু । কারণ মন্দভগিয়া জনো বাম নামলৈ মায়ায়
 সংসারর পরা রক্ষা পায় ।

অপুন জন্মনি জন্ম ভাবেতে লভতে নবং ।

যন্তুং কেরোতি বিফলং ন শোচ্যঃ সর্দ্ব জন্তু চ ।

যি পরম পবিত্র ভারত ভূমিত জন্ম লাভ করি হরি
 ভক্তিত বঞ্চিত হল নি সকলোর ভিতরত অধম তার
 সুবর্ণ ময় জন্মক মিষ্টা তুল্য করা হয় ।

সত্য, শৌচ, ক্ষমা, দয়া, এই চারিটি ধর্মের চারি চরণ।
নিজে সত্যই সত্য প্রার্থিলে, এই লোকতে সকলোরে
সত্যবাদীক বিশ্বাস করি আদর করিব। সনাতন ধর্ম
সত্য, এই সত্য সনাতন ধর্মত প্রার্থি ধর্ম সত্য বুলি
বিশ্বাস করি সদাই সত্য ভিন্ন অসত্য মুখত নানিলে
পরকালত ঈশ্বরক পায়। সেই বাবে নিজে সদায় সত্যত
থাকি নাম গুরু দেব ভকত ইয়াক সত্য বুলি ভাবিলেই
ধর্মের প্রথম চরণ হয়।

শৌচ মানে শরীরের মল দূর করা অর্থাৎ শরীরত যিমান
অপবিত্র ভাব আছে তাকে দূর করা। গুরুব দ্বারা
পবিত্র জ্ঞান লাভ করি নাম গুরু দেব ভকত চারিকো
একে দেখি অন্তরত দিব্য জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলাই অপবিত্র
অন্ধকার দূরকরি ঈশ্বর প্রাপ্তি কামক সুবর্ণ আরু ঈশ্বরের
বিবোধ কর্মক, যি বিষ্ঠাবৎ দেখিব সেয়ে শৌচ।

যার অন্তরত গোটেই জগতক ব্রহ্মময় দেখি বিকার লক্ষ
নকরে, অপবিত্র ভাব মনত নাহে পবিত্র ভাব বিচলিত
নহয় তাকে শৌচ বোলে। সেয়ে হলে ব্রহ্মময় হৈ
ব্রহ্মত লীন যাব পারে।

ক্ষমা মানুষের ভূমণ স্বরূপ সদাই শরীরত রাখিব।
আনে নিজের পিতৃক বা পুত্রক বধ বা সর্বস্ব লুটি নিলেও
ভাব প্রতিশোধ নলে যি তাক অভয় দান দিয়ে সেয়ে
ক্ষমা। ক্ষমাশীল জন ঈশ্বর শক্তি। ঈশ্বর কৃষ্ণই ভূত

নুগির কঠোর চৰণৰ গ্ৰহণৰ বুকটী পায়ো তেওঁক প্ৰতি
ক্ষমা কৰি মূনিকহে অনেক স্তুতি কৰিছিল। এতিয়া
ভক্তেও সেইৰূপে ক্ষমা গুণ প্ৰকাশ কৰি দোষকে গুণ
বুলি ধারণ কৰিব। তেনেজন ভক্তৰ পুনৰ সংসারত
জন্ম নহয়।

যি পৰৱ দুখ দেখি সেই দুখ নিজৰ শরীৰত যেন অনুভব
কৰিব পাৰি নিজে সেই কষ্ট সহ্য কৰি দুখোৰ দুখ দূৰ
কৰিব পাৰে সেয়ে দয়।। ধনীয়ে নিধনিক ধন দান,
বৈদ্যো ৰোগীক পৰিযত্ন কৰি বিনামূল্যে দৰিদ্ৰক ঔষধ
দান। পণ্ডিত সকলে অজ্ঞানীক প্ৰাণপনে যত্ন কৰি জ্ঞান
দান কৰা। শিষ্যক প্ৰতি যত্নে পৰকালৰ বিত্ত প্ৰদান
কৰি এই সংসাৰৰ পৰা ত্ৰান কৰি পৰকালত জীৱন সদগতি
যি সাধু গুৰু সকলে দিব পাৰিছে সেয়ে দয়।।

ঘোষাত—

কলিৰ লোকক, পৰম কুপালু, কৃষ্ণে কৰিলন্ত দয়।।

মোৰ গুণ নাম, গায়া মহাসুখে তৰয় ছুপ্তৰ মায়া ॥

কৃষ্ণে কলিৰ লোকক দয়। কৰি নাম ৰখিছে সাধু
গুৰু সকলে সেই নাম বস্তুক চিনাই দি জীৱ সমূহক পৰি
ত্ৰান কৰি ইহ পৰকালৰ যি হিত সধন কৰিছে সেয়ে
আছিল দয়।।

দয়াতে ধৰ্ম্ম উৎপন্ন হয়, নতাত ধৰ্ম্ম প্ৰবৰ্ত্তে, ক্ষমাত
ধৰ্ম্ম স্থাপন হয়, আৰু লোভত সকলো ধৰ্ম্ম নাশ পায়।

এতেকে সত্য দয়া ক্ষমা ইয়াক প্রাপ্যপনেও নেরিব।
অহিংসা ভাবে থাকিব পারিলে পরম ধর্ম লাভ হয়।
যেনে—“অহিংসো পরমো ধর্ম ॥”

মেরু তুল্য ধন হলে পুণ্য বা ধর্ম নয়। সেই ধন
য'ত যেনে দবে দান করিব লাগে সেই দরে দান
করিলেহে পুণ্য বা ধর্ম হয়। ধন থাকি দান নকরিলে
সেই ধন অসার। ধন থাকি যদি পব কালত অধোগতি
হৈ যমব যাতনা ভুঞ্জিব লগাত পরে তেন্তে সেই ধন
নিষ্ঠার তুল্য। ধনেরে ধর্ম কার্যাবোব পূর্ণ করিব
পারিলেহে ধনে ধর্মের ফল। যি লোভ আর হিংসার
বশবর্তি তেওঁ বহুতীর্থ দান ভক্তি অনেক করিলেও
নিষ্ফল। যি মুখত পব নিন্দা হয় সেই মুখে সহস্র নাম
কোঁর্তন করিলেও কোনো ফল নয়। যি চুরকরে তেওঁ
সুমেরু তুল্য সুবর্ণ দান করিলেও কোনো ফল নয়।
য সদায় পবক আশাকরি থাকে তেওঁ বহুদিন জীবিত
থকার কোনো ফল নয়। এই কথা কেইটি যত্নে রক্ষা
করিব পারিলে স্বধর্ম রক্ষা পারি নহলে অমোচন পাপ
আর আর্জিত ধর্মও নষ্ট পারি।

ঈশ্বরতকৈ ঈশ্বরর নাম শ্রেষ্ঠ, নামতকৈ গুণ শ্রেষ্ঠ।
ভগবন্ততকৈ ভকত শ্রেষ্ঠ। রামচন্দ্রে গেতু বাঙ্কি
সাম্বর পার হৈছিল, হনুমতুই নামর বলত জাপমারিয়েই
পার হল। পাপী অজ্ঞামিলে নামর গুণতে গতি পাই-

ছিল। ভকত নহলে ভগবন্ত অবির্ভাব হব নোৱাৰে, যতে ভকত ততে ভগবন্ত। যত ভকত নাই তত ভগবন্তও নাই। যত মহাভক্ত থাকে তাতেই গঙ্গা, গয়া, কাশী আদি কৰি সকলো তীৰ্থ বাস কৰে, সেই তীৰ্থ ভকতৰ পাছে ২ ফুৰে। মানুহে যিমান পাপ কৰে সেই পাপ তীৰ্থ কৰিলে ক্ষয় পায়। তীৰ্থত যদি অকস্মাৎ ঘাটি অপৰাধ লাগে তেন্তে সেই পাপ মোচন নহয়। ভকত সকলে তাকে ভানি বহুতে তীৰ্থ ক্ষেত্ৰলৈ নগৈ সাধু সঙ্গত পবিত্ৰ হৈ ভকত বৈষ্ণৱ সাধু তীৰ্থতে স্নান কৰে।

দেৱতীৰ্থ কৰি ভকতেসে বৰ।

ভকতক ভুঞ্জালে গুছে কৰ্ম জড় ॥

ঈশ্বৰক অৰ্পিত বস্তু ঈশ্বৰে নেখায়। ভকত সকলে ঈশ্বৰক অৰ্পিত বস্তু ভোজন কৰি মুখত যি সোৱাদ পায় সেই সোৱাদ ভকতৰ মুখৰ পৰা ভগবন্তে টুকি লয়। ভকতে ভোজন কৰি অন্তৰত যি তৃপ্তি লাভ কৰে সেই তৃপ্তি ভগবন্তে টানি লৈ ভকতৰ লগতে ভগবন্তে ভকতত কৈ চতুৰ্গুণ সন্তোষ হয়, সেই বাবে সকলোকে পাছ কৰি ভকতক ভোজন কৰোৱা সকলোত কৈ শ্ৰেষ্ঠ তেতিয়া মনুষ্যৰ কৰ্মজড় আৰু নেথাকে।

বাতি যেতিয়া মানুহ নিদ্ৰাত অচেতন হয় তেতিয়া শৰীৰৰ বদমাৰ মলিন হয়, প্রত্যেক নোমৰ গুৰিয়ে অনেক

মল বাহির হৈ জাম ধরি থাকে নেই বোর গোটেই অপবিত্র
সেই বাবে প্রাঃ কালে ঠি প্রথমতে চকু মৃখ হাত ধরার
স্বাস্থ্য করিছে । তার পাছত মল মূত্র ত্যাগ করি শরীর
শোধনর অর্থে প্রক্ষালন করাকে স্নান বোলে । এই স্নানর
ফল শরীর শোধন তর্থাৎ শরীর পবিত্র করা । শোক, দুখ
দূর হৈ শরীরর ত্রীলাবনা আরু কাণ্ডি বৃদ্ধি হৈজ শক্তি
আয়ু বৃদ্ধি হৈ মন প্রফুল্ল থাকে । স্নান নকরাটেক ভোজন
করিলে মল মূত্র ভোজন করা তুল্য হয় ।

যেনে “অস্নাতানৌ মলং ভূক্ত পুষ্য নোমিতম ।”

বিনা স্নানে যপ হোম গুরু সেউরা ইত্যাদি ঈশ্বর উপাসনা
করিব নেপায় । অপবিত্র শরীরক শুচি করিহে আন কাম
আবস্ত করিব । মল ত্যাগ করিলে শৌচ সদা চারর যি
যি অঙ্গত যিমান মাটি জল লবর নিয়ম আছে সেইমতে
লৈ স্নান করিলেই শরীর পবিত্র হয় ।

জল রূপী নারায়ন । মল দূর করি শরীর পবিত্র করোটা
জল ভিন্ন একোনায় । এতেকে বৈষ্ণব সকল আরু গোটেই
হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকলে শৌচর বদ দোষ দূর করনর অর্থে
শৌচান্তেই স্নান করি পবিত্র হোরা বিধি । সেয়ে নহলে
শরীর শুচি নহয় । শৌচ করোতে শৌচর লগে লগে
নোমর গুরিয়ে শৌচর বদ গন্ধ আরু মল দোষিত জল
বাহির হয় সেই বাবে শৌচ করি স্নান নকরালকে নিজের
অশুচি ভাবত থাকে, আরু আনেও অশুচি ভাবত পশ

নকৰে । স্নান কৰোতে শৰীৰৰ সেই গল দূৰ হোৱাৰ বাবে স্নান কৰা পুষ্কুৰীৰ জল ভোজ্য । নিষিদ্ধ বুলি পুথিৰে কৈছে । তাকে লক্ষ্য কৰি গৰ্ণ মেণ্টেও কোনো চৰকাৰী পুষ্কুৰীত নামি স্নান কৰা নিষেধ কৰিছে ।

স্নান কৰোতে গঙ্গাৰ জলত স্নান হৈছে বুলি জ্ঞান কৰিব । স্নান কৰোতে ভাবিব হৈ বিষ্ণু পাদোদকী গঙ্গা জল ৰূপী নাৰায়ন অপবিত্ৰক পবিত্ৰ কৰোঁট । তুমি, মই তোমাৰ পবিত্ৰ জলত স্নান কৰিছোঁ মোৰ অপবিত্ৰ শৰীৰক পবিত্ৰ কৰি পৰিত্ৰান কৰা । এনে ভানি “পুণ্ডৰী কাম্ব” নাম স্মৰন কৰি অন্তৰ শুদ্ধ কৰিব । অন্তৰ প্ৰাক্কালন হৈতু গুৰুৰ পাদোদক বুলি ভানি তিনি চলু পানী ভোজন কৰিব আৰু মৃতত লব তেতিয়া দেহত পবিত্ৰ জ্ঞান লাভ কৰি বৈৰাগ্য সিদ্ধি পৰম ব্ৰহ্মক লাভ কৰিব পাৰে । যেনে “জ্ঞান বৈৰাগ্য সিদ্ধার্থঃ গুৰু পাদোদকং পিবেৎ ॥”

মানুহে ভূমি জল পৰ্শ কৰি পবিত্ৰ হব পাৰে, সেই বাবেই শৌচান্তত মাটি জল লৈ পবিত্ৰ হয় । শৌচৰ বদ গুণ যিমান দ্বিগি হব পাৰে সেই দোষ যিমান বাৰত নিৰ্দ্দোষ হব পাৰে সেই অনুসাৰেই ঋষি মুনি সকলে ব্যৱস্থা কৰি এই বচন লিখি ছ । যেনে—“একালিঙ্গ গোদেহিঃ তথা বাম কৰে দশ উভয়ে সপ্তদাঃ তথা যদা শুদ্ধি ভবেন্নর ॥ এই লেখ সাধাৰণৰ নিমিত্তেহে । বৈষ্ণৱ আৰু সদাচাৰী সকলৰ পক্ষে এই লেখ নহয় ।

এনেদবে স্নান করি মগত পবিত্র ভাব আহিলেই ঈশ্বরক
প্রতি ধ্যান করা কর্তব্য । ভাই মুখে বোলা রাম, হৃদয়ে
থবা রূপ । এতেকে মুকুতি পাইবা কহিলো স্বরূপ ॥”
গুরুর উপদেশ মতে মুখে রাম বুলি অর্থাৎ নাম পরিচয় হৈ
নাম যপ করি ঈশ্বররূপ গুরুত অর্পণা করি সেই নাম, সেই
ঈশ্বর, সেই গুরু নিজের পরমাত্মা সমে একে করি দিবা চক্ষুর
দ্বারা ঈশ্বর গুরু আত্মা তিনিকো একত্র দেখি সেউরা করার
নাম গুরু সেউরা । স্নান করি পবিত্র হৈ গুরু সেউরা
নকরিলে হাতীক গা ধুরালে যেনে নিষ্ফল ইয়ো তেনে
দরে নিষ্ফল হয় ।

গুরু সেউরা অন্তত নিজের যি যি অঙ্গ ও যি কেজনা
দেহতা আছে তাক সদাই স্মরণ হবব কারণে অর্থাৎ
দেহটো ঈশ্বর ময় করিবর অর্থে আরু সেই কেজনা সেই
ঠাইত থকার চিন স্বরূপে একোটি তিলক প্রদান করিব ।
যেনে—ললাটে কেশবঃ বিদ্যাঃ কণ্ঠে শ্রীপুরাষুত্তম ।

গোবিন্দ দক্ষিণ পাশ্বে বামে ত্রিবিক্রম ।

হৃদয়ত মাধব নাভিত নারায়ণ ।

মূর্ধ্বে বিষ্ণু কর্ণ দুইত শ্রীমধুসূদন ॥

পূর্থে পদ্মনাভ আব মধ্য হৃষীকেশ ।

বাহুমূলে বাসুদেব নাম সুবিশেষ ॥

তথা বাম বাহুত স্মরিবে দামোদর ।

এহিকমে তিলক ধরিবে ভক্ত নর ॥

হরির দ্বাদশ নাম পরম পারন।

দ্বাদশ অঙ্গ ত আদি করিতে কীৰ্ত্তন ॥

এই কেজ্জা এই ঠাই ত স্থিত হৈ সৰ্ব্বদা আছে বুলি
সেই অঙ্গর সেই দেবতার নাম লৈ তিলক ধারণ করি কেরল
হরি ময় হব। ইয়ার পাছত শক্তি মত নাম কীৰ্ত্তন করিব
কীৰ্ত্তনের পাছত ঈশ্বরক প্রস্তুত প্রসাদ ভুঞ্জিব। ঈশ্বরক
অর্পিত নৈবেদ্যাদিক কোনো সকলে প্রসাদ বোলে আক
কোনো সকলে সাজ বোলে। সাজ মানে যি বস্তু ঈশ্ব-
রক শরাইত সজাই দিয়া হয় সেয়ে “সাজ।” অনেক
দ্রব্যক গোটেই সকলোকে এক করি সজাই দিয়াকে “সাজ
বোলে। সাজি পারি যি যি বস্তু বা সজাই পরাই ঈশ্বর
আগত অর্পনা করা হয় সেয়ে সাজ। সাজ শব্দে সজ বস্তু
আন দ্রব্যক সজ বস্তু বুলি সজালে সাজ হয়। দোকানর
মাহ, চাউল, কল, নারীকল ইত্যাদি ভাবি ঈশ্বরক
দিলে তাক গ্রহণ নকরে। মায়ায় শরীরক যেনেকৈ
দিব্য জ্ঞান লাভ করি গোটেই শরীরক ব্রহ্মময় দেখে
ঈশ্বরক অর্পিত দ্রব্যকো বিচার মতে প্রত্যেকতে ব্রহ্ম
লগাই দ্রব্যক পরম পবিত্র (ব্রহ্মময়) করি সাজি দিয়াকে
সাজ বোলে। সেউরা বা সকা মত নিমন্ত্রিত সাধাবন
মানুহকো ভকত স্বরূপা ভগবন্ত ঈশ্বর বুলি মানিব।
সেই ভকত ভগবন্তক অর্পিত গোটেই দ্রব্যক ব্রহ্মময়
ভাবে সজাই দি সাজ শব্দ লগাই সুবর্ণময় কবি অর্পণা

করিব। ভাতক ভাত শব্দ ব্যবহার নকার ভাতে
ভোজ্যের সমবর্তনেনৈক অন্তর “ব্রহ্ম” বুলি স্থির করি
“অন্ন ব্রহ্ম অন্ন ব্রহ্ম অন্ন ব্রহ্ম সার। অন্ন ব্রহ্মই কবিয়াছে
জগত উদ্ধার।” এই মন্ত্রের দ্বারা কায় বাক্যে অন্ন ও
ব্রহ্ম, ভাতো ব্রহ্ম, অন্নরো ব্রহ্ম ভাবি নেত্রা করে
সেই দবেই ঈশ্বরকে অর্পিত আনন্দবাক্যে “ব্রহ্মময়” করি
সাজি দিয়াকে সাজ বোলে। এই শব্দ আজি কালি সাধু
সন্ত মুখত প্রায় লোপ পাইছে। সাজ শব্দ ব্যবহার
অতি হিন্দু, শব্দর দেব চরিত্র, পুরুষোত্তম চতুর্ভূজ ঠাকুর
চবিত্রত লিখা আছে আর এই শব্দ তোমরা ব্যবহার
করিছিল।

যেনো—ভাতক যেমি রঙ্গ আত্মা মনত ।

সবাকো দিলন্ত বাসা পরম স্নেহত ॥

সাজ পাতি দলা সবে ভোজন করিলা ।

অনন্তর ভক্ত সনে ভাত বাসলা ॥ ৪১৭ ॥

দেব চতুর্ভূজ সভা মাঝে বসিলন্ত ।

তাবা : ন বধা বের চন্দ্রমা অলন্ত ॥

(নিদ্রাই ওজা কৃত ঠাকুর চিত্র ।)

ভোজনত । অন্তর ও বহির্জ্ঞান লভি গুরু পা চর

লৈ সেই ব্রহ্ম অন্ন ব্রহ্মক, অন্তরর পবন ব্রহ্মক মোখাব

আর ব্রহ্মরূপে হৃদয়ত চিত্তি, জ্ঞানার্জন নাম প্রদান করিব ।

বহন । বহনাবী বা কঠক ভক্ত সকলে পবন

বিচারত গুরুত শিক্ষা লব। যান নি অনিষ্টে তা দব তা
 সেই জনার নাম চিহ্নিহে সকলোকে ব্রহ্মময় দেখি ভকতে
 ব্যবহৃত লগায়। কোন নামে আনন কাক চিহ্নি আননত
 বহিব ইত্যাদি জ্ঞানিলেহ ভক্তব চিচাব হয়। আননত
 বহোতে প্রথমতে আননক মানা করি তত্বে পশি অতর
 আত্মক সেই আননত বহুরাই পাছ নিজে বহিব। সেই
 আনন নিজক দিছে বুলি নেভাবি আর পদমত্তা শবক
 দিছে বুলি ভাবিব।

শরন। ব্রহ্মাকে আদি করি কীট পটঙ্গ পর্য্যন্ত যিমান
 জীৱ আছে সকলো মায়া শয্যা ত অ চ তন হৈ পবি পাছে
 এক মাত্র পদম ব্রহ্ম চৈতন্য মঃ সনাতন। শর কৃষ্ণক জ্ঞানব
 পাবিলে অচেতন জীৱ মুহুর মায়া শয্যাব পরা জগাই
 নিরে।

বোঝা।

ব্রহ্মা আদি করি যত জীৱ, বাম বাম বাম বাম বাম,
 মায়া শয্যা মাঃ জ্ঞ আছোতো ঘু টি বাই
 তুমিসে চৈতন্য সনাতন, বাম বাম বাম বাম বাম,
 আঁম অচেতন নিরোক নাথ জগাই।

এতেকে মানুহে মায়া শয্যা ত নপরি শরনত ভক্তি
 শয্যা স্থাপন করি লৈ শরন কবিন। যেনে-ঈশ্বর কৃষ্ণর
 বক্ষা শীতল চরনর চাষাক ভক্তর গৃহ বুলি ভাবিব। নিজর
 মনক ডাকর গধুর দিলবেন ভাবি তলত মনক থাপিব।

সেই ম। শিলান ওপর ভক্তি শব্দা গর্পিব। সত্য শৌচ,
 ক্ষমা, দয়া, এই চারিটি য়ে খুটা পরমার্থ বিচারত সৎ নক্ষর
 নহোবে খাটির পাত। শ্রদ্ধা, ক্ষমা, স্তুতি জার বির কতি
 ইয়াকে খাটির চারি শলা। নব বিধ ভক্তিয়ে সম্পূর্ণ খাট
 পঞ্চ ভূতে চোচলি, চারি পুরুষার্থে গাঠনি। সান্ত্বনীয় মনে
 বাবি পাতি। নম্র ভাবে তুলি, প্রেম ভক্তিয়ে বস্ত্র। গুরু
 শিক্ষাই গুরু, গুরু শিক্ষা বিশ্বাসে জাপর কাপোর, সদা
 চারে অটুবা। এই রূপে ভক্তি শব্দা স্থাপন করি ঈশ্বর
 কৃষ্ণর পদ পঙ্কজ মাঠা তরাখি শয়ন করিলে ভক্তি শব্দা
 হয়।

গমন। কোনো ফালে যাত্রা রোতে প্রথমে ইষ্ট
 গুরুক স্মরণ করি আগতে গুরুক লব, পাছত সঙ্গর
 ভক্তক লৈ নিজে মাজতে যাব। যাত্রা কালত ঈশ্বর
 “বামন” নাম স্মরণ করিব। পথত যাওঁতে কোনো
 ঠাইত হরিকীর্তন করা শুনিলে সেই দিশক প্রতি মনতে
 ভক্তি ভাবে প্রণাম করিব। কোনো হরি মণ্ডির দেখা
 পালে সেই মণ্ডিরক প্রতি মনতে ভক্তি ভাবে প্রণাম
 করিব। হরি ভক্ত সাধু মহন্তক দর্শন হলে সেই সকলক
 ঈশ্বর তুল্য দেখি নমস্কার করিব। ভ্রমণ কদোতে যি
 এনে ভাব আচরণ কবে তেওঁ নিজেই অচ্যুত স্বরূপ
 হয় অর্থাৎ ঈশ্বর তুল্য হয়। সকলো কামতে ঈশ্বর
 একোটি নাম আছে সেই নাম স্মরণ করি সেই কাম করিলে

ভক্তি-নিমিত্ত । যেন-ই-যেন খাউতে-ই-যু, ভোজন-ত-
 জাদি, শন-ত-পদ্মা-ভ, সিন্ধ-ত-প্রজাপতি, যুদ্ধ-ত-
 চক্রধর, প্রাণ-ত-ত্রি-কুগ, যত্ন-ত-সময়-ত-নায়ায়ন,
 দুঃ-প্র-ত-গো-নি, শকট-মধু-দা, অরণ্য-ত-নব-নিহ,
 অগ্নি-ত-জল-শা-নি জল-মাজ-নারাহ, পক্ষ-ত-ত-রঘু-নন্দন,
 গমন-ত-বামন, সকলো-কার্য-তে-মধু-দা ।

ধর্ম-প্র-ভাব-পরা-ধর্ম-এ-পন্ন-হৈ-ত । যিহ-আমি
 অনেক-কাল-ত-পরা-পুরুষ-ানু-ক্র-ম-ব-র-চলি-আহি-ছো-সে-
 ধর্ম, অর্থাৎ-যাক-ধর্ম-হয়-সে-যে-ধর্ম ।

মানুষ-যাক-বোলে-সিদ্ধা-ই-অর্থাৎ-কর্তব্য-অকর্তব্য
 আর-শরীর-ত-বিছাব-আছে । যি-জ্ঞান-ত-ই-পশু-ব্র-তি
 অবলম্বন-করি-কর্তব্য-অকর্তব্য-ত-বিচার-নাই-সে-অমা-
 নুষ । মানুষ-মাত্র-ই-শাস্ত্রোক্ত-মতে-ধর্ম-ক-ধ-বি-যি-পর-
 কাল-ত-গতি-লাভ-ক-র-সে-মানুষ । স্বর্গ-সুখ-ক-বাঞ্ছা-
 ন-করি-অ-তুষ্টি-র-অ-থে-যি-অ-গর-ন্ত-ক-ভক্তি-ক-রে-সে-
 পরম-ধর্ম । অর্থাৎ-তুষ্টি-ত-আশ্র-ভক-ত-ত-প্রীতি-ক-নি-ধর্ম-
 করিলে-তাকে-পরম-ধর্ম-বোলে । কলি-ত-নাম-কীর্তন-করি-
 গতি-পায়-সেই-বাবে-নাম-কীর্তন-কে-যুগ-ধর্ম-বোলে ।

ধর্ম-বুলি-যি-কাম-করা-হয়-ত-ত-যদি-অ-ধর্ম-র-বি-বোধ-
 ব-টে-তে-তে-তাকে-বিধর্ম-বোলে, তার-দ্বারা-জীব-র-
 সম-গতি-ন-হয় । আন-ধর্ম-াবলম্বী-সকল-র-অনু-করন-করি-
 ধর্ম-র-যি-কাম-করা-হয়-তাকে-পর-ধর্ম-বোলে, তে-নে

ধর্ম ধাবী সকল নবক গামী হয় । আচার নীতি ভ্রষ্ট হৈ
 দম্বত যি ধর্ম আচরন করে তাকে উপ ধর্ম বোলে, সেই
 ধর্মতো গতি লাভ নহয় । শাস্ত্রের মত খণ্ডন করি নিজ
 মনে পাক্তি যি ধর্ম করে সেয়ে ছল ধর্ম তার দ্বারাও
 গতি নহয় । নিজের স্বভাবিক মতকে স্থির করি যি ধর্ম করে
 সেয়ে আভাস ধর্ম, এই ধর্মতো গতি নহয় । এতেকে
 সাধুর সঙ্গত পরমার্থ বিচারত আত্ম তত্ত্ব বুজি নাম কীর্তন
 করিলেই যুগ ধর্ম হয় এই ধর্মকে ধরিলেই ব্রাহ্মনব পৰা
 চাণ্ডাল পর্য্যন্ত গতি লাভ হয় ।

ভগবন্ত যুগে ২ অবতার হৈ কৃষ্ণ অবতারত ভক্তি
 প্রচার হেতু ১২ বৈষ্ণব, চৌধ পারিষদ, ছয় ভক্ত,
 বৈকুণ্ঠের পরা আনি আন সকলক ভক্তি শিক্ষা দিছিল
 সেই অনুসারে শ্রীশঙ্কর মাধব দেবর দিবসতো সেই কৃষ্ণ
 সেই ভক্ত আহি ধর্ম রাজ্য স্থাপন করিছিল । তার
 পাছত ধর্মের আচার্য্য ঠায়ে ঠায়ে পাক্তি যি ধর্মের
 দোকান স্থাপন করি থৈ গৈছে সেই ধর্ম সত্রত অদ্যাপি
 সেই গুরু সেই ভক্ত সেই ভক্তি বুলি দৃঢ় বিশ্বাসে ভক্তি করি-
 লেই অসার সং সাধর পরা উদ্ধার হৈ বৈকুণ্ঠ স্থান পাব
 আর পুনর জন্ম নহয় ।

ইতি সমাপ্ত

১৮৪৯ সন

কার্তিক

জাননী ।

আমর ওচরত ইংবাজী, বঙ্গলা, অসমীয়। সকলো
সকলর স্কুলর পুথি আরু ধর্ম সম্বন্ধীয় ঘোষা, কীৰ্ত্তন,
দশম, বড়ারলী, ভাবত, পুরাণ, গীতা, ভাগবত, উপন্যাস
নাটক বেঙ্গালী পুথিকে আদি কৰি যিমান পুথি ছপা হৈ
ওলাইছে তারং বোর আমাৰ ওচরত আছে। যাক
যি লাগে আমালৈ লেখিলেই পাব।

বৈষ্ণৱ মালা বা বস্তু প্রকাশ (ছপা হৈছে)

ভক্তি তত্ত্ব দৰ্পণৰ লগতে ইয়াৰ এখনিও কিনি লক। দাম
আঠ অনা মাত্ৰ। এই পুথি খনি ললে শরণ, ভজন,
ভক্তি, একো বুজিবলৈ বাকী নেথাকে ভক্তিব সকলো
কথা বুজি আঙল ভকতৰ ধন মূল বস্তু মালা জপ্যকে
আদি কৰি সকলো পাব। ভক্তি তত্ত্ব দৰ্পণ আরু বৈষ্ণৱ
মালা এই দুই খনি পুথি পাঠ কৰি যি বুজি লয় তার আরু
সম অধিকাৰ হব নোৱাৰে

পোৱান ঠিকনা—শ্রীতীৰ্থনাথ গোস্বামী,
জেনাৱেল এজেক্সী ধলৰ সত্ৰ পোঃ আঃ
বোৱহাট গানাম।